একক ৫ ❐ হার্বার্ট স্পেনসার ও জর্জ সিমেল

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য
৫.২ প্রস্তাবনা
৫.৩ হার্বার্ট স্পেনসার ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী
৫.৩.১ জৈবিক সাদৃশ্যবাদ
৫.৩.২ সামাজিক বিবর্তনবাদ
৫.৪ জর্জ সিমেল ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী
৫.৪.১ আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ব
৫.৪.২ সামাজিকতার ধরন
৫.৫ সারাংশ
৫.৬ অনুশীলনী
৫.৭ উত্তরমালা
৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে সমাজতত্ত্বের পুরোধাদের অন্যতম হার্বার্ট স্পেনসার এবং পরবর্তীকালে সমাজতত্ত্বের আর একজন প্রাণপুরুষ জর্জ সিমেলের চিন্তাধারা সম্পর্কে পাঠকদের মনে কিছু ধারণা জন্মাবে। স্পেনসারের জৈববাদ ও বিবর্তনবাদ এবং সিমেলের আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ব আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার তিনটি প্রধান ধার (trend)-কে সূচিত করে। বর্তমান অধ্যায় এই ধারাগুলি সম্পর্কে পাঠকদের কিছুটা প্রাথমিক জ্ঞান যোগাতে পারে। এছাড়াও স্পেনসারের বৃহদাকার তত্ত্ব (grand theory)-এর বিপরীতে সিমেলের ক্ষুদ্রাকার সমাজতত্ত্ব প্রথম যুগের সমাজতাত্ত্বিকদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরবর্তী যুগের সমাজতত্ত্ববিদদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বোঝাতে সহায়ক হতে পারে।

৫.২ প্রস্তাবনা

সমাজতত্ত্বের জনক অগাস্ত কোঁত তাঁর তাত্ত্বিক আলোচনায় মানবমন ও মানবসমাজের বিবর্তন ও প্রগতির একটা ছক কেটেছিলেন। একটু ভিন্ন পথের পথিক হার্বার্ট স্পেনসার বলেন যে, জড়জগতে, প্রাণীজগতে ও সমাজ জীবনে বিবর্তনের একই প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল। সামাজিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার স্পেনসার যে সময়-নির্ভর ও শিল্পনির্ভর সমাজের আবির্ভাবের কথা বলেছেন তা অবশ্য অনেকাংশে কোঁতের মতামতের অনুরূপ। তাঁর বিবর্তনতত্ত্বের ভূমিকা হিসাবে স্পেনসার প্রাণীদেহ ও সমাজের মধ্যে সাদৃস্য প্রতিপন্ন করেছেন। বর্তমান এককে স্পেনসারের জৈবিক সাদৃশ্যবাদ (জীবদেহ ও সমাজের সাদৃশ্যের তত্ত্ব) ও সামাজিক বিবর্তনবাদ আলোচিত হ'ল।

সিমেলের আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ব হ'ল মূলত একটি জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ধারা যা বিভিন্ন রকমের মিথষ্ক্রিয়ার আকৃতি (form) ও বিষয়বস্তু (content)-র মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে এবং সেগুলির শ্রেণীবিন্যাস ও বিশ্লেষণ করে। সিমেল কোঁত এবং স্পেনসারের বিবর্তনবাদী ও জৈবিক তত্ত্বসমূহ খারিজ করে দেন। তাঁর মতে, সমাজ হ'ল অজস্র প্রণালীবদ্ধ মিথষ্ক্রিয়ার তন্তুজাল। সমাজতত্ত্বের কাজ হল বিভিন্ন স্থান ও কালের প্রেক্ষাপটে যেসব মিথষ্ক্রিয়া বারবার ঘটে চলেছে, সেগুলিকে তিনি একত্রে 'সামাজিকতা' (Sociation) বলেছেন, সেগুলির আকৃতির অনুসন্ধান করা। সিমেলের আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ব এবং সামাজিকতার বিভিন্ন ধরন সম্পর্কিত তত্ত্বও এই এককের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৫.৩ হার্বার্ট স্পেনসার ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী

হার্বার্ট স্পেনসারের জীবৎকাল হ'ল ১৮২০ থেকে ১৯০৩ সাল অবধি। শৈশবে কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না লাভ করলেও তিনি তাঁর কাকার কাছে উগ্রবাদী দর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গণিতে শিক্ষালাভ করেন। যৌবনে কিছুকাল যন্ত্রবিদ (engineer) হিসাবে কাজ করার পর তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে লেখালিখিতে ব্যাপৃত হন। তিনি কিছুকাল লন্ডনের বিখ্যাত সাময়িকপত্র 'দ্য ইকনমিস্ট'-এর সহসম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। প্রথমদিকে স্পেনসার বিভিন্ন উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী লেখা লেখেন। ১৮৫০ সাল থেকে তিনি সামাজিক বিবর্তনের ব্যাপারে বিভিন্ন গ্রন্থাদি লিখতে থাকেন। ১৮৫২ সালে 'লিডার'-এ 'দ্য ডেভেলপমেন্ট হাইপোথিসিস' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন তাতে দেখা যাচ্ছে ডারউইনের আগেই তিনি ঐশ্বরিক সৃষ্টির তত্ত্ব নাকচ করেন এবং জৈব বিবর্তনের কথা বলেন। মানবপ্রজাতির বিবর্তনের ব্যাখ্যাকার হিসাবে ডারউইন ও ওয়ালেসের সাথে সাথে স্পেনসারের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। অবশ্য তাঁর সামাজিক তত্ত্বসমূহ বেশ কিছুটা বিরূপ সমালোচনারও সম্মুখীন হয়। স্পেনসার স্নায়বিক দৌর্বল্যে আক্রান্ত হন এবং বার্দ্ধক্যে তাঁর এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী মহলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। জন স্টুয়ার্ট মিল, জর্জ ইলিয়ট, টমাস হাক্সলি প্রমুখ প্রথিতযশা ব্যক্তিদের সাহচর্য তিনি লাভ করেন। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলির আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে প্রচুর চাহিদা ছিল এবং এগুলি বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। তাঁর গ্রন্থগুলি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গৃহীত হয়। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ইংল্যান্ডে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলের সাথে সাথে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদও মুক্ত অর্থনীতির তত্ত্ব অবহেলিত হয়। এছাড়া বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদের অগ্রগতির সাথে সাথে তাঁর বিবর্তনবাদের প্রাসঙ্গিকতা অনেকটা নষ্ট হয়।

স্পেনসার সারাজীবনে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বিরচিত কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সমাজতাত্ত্বিক গ্রন্থ হ'ল— ১) দ্য ফার্স্ট প্রিন্সিপ্লস্, ২) দ্য স্টাডি অব সোসিওলজি, ৩) ডেসক্রিপটিজ সোসিওলজি, ৪) দ্য প্রিন্সিপ্লস্ অব সোসিওলজি, ৫) দ্য ম্যান ভার্সাস দ্য স্টেট।

অনুশীলনী-১

১) **নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল? ✓ অথবা চিহ্ন × দিয়ে উত্তর দিন।**

ক) ডারউইনের পরে স্পেনসার জৈব বিবর্তনের কথা বলেন।

খ) স্পেনসারের সামাজিক তত্ত্বসমূহ বেশ কিছুটা বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

গ) স্পেনসার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কোন লেখা লেখেননি।

ঘ) শৈশবে স্পেনসার উচ্চমানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেন।

ঙ) ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ইংল্যান্ডে তাঁর তত্ত্বগুলি অবহেলিত ও অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয়।

৫.৩.১ জৈবিক সাদৃশ্যবাদ

স্পেনসারের মতে, জীবদেহের সাথে সমাজের লক্ষণীয় সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি সমাজ ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্যের অনুধাবনকে বিবর্তনতত্ত্ব গড়ে তোলার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, "সমাজ এতটাই সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিশরীরের মতো সংগঠিত যে এদের মধ্যে আমরা সাদৃশ্যের চেয়ে বেশি কিছু লক্ষ্য করি।" স্পেনসার বলেছিলেন যে, জীবদেহে যেমন বিকাশ, পরিণতি ও ক্ষয়—এসকল বিভিন্ন স্তর দেখা যায়, সমাজও তেমনি বিবর্তনের নিয়মানুসারে বিকশিত হ'তে হ'তে একটা স্তর অবধি পরিণতি লাভ করে এবং তারপর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

স্পেনসারের মতে, জীবদেহ ও সমাজ উভয়েরই ক্রমবিকাশ ঘটেছে এবং এর ফলে উভয়ই সরল থেকে জটিল আকার লাভ করেছে। বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে জীবদেহ ছিল এককোষী এবং সহজ সরল দৈহিকগঠন বিশিষ্ট। তেমনি সভ্যতার আদি পর্যায়ে মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থেকে সহজ জীবনযাপন করত। বিবর্তনের ধারায় যেমন প্রাণীদের জৈবিক ও দৈহিক আকৃতি ও কার্যক্রমের জটিলতা বৃদ্ধি পেল, তেমনই মানবসমাজেও দেখা দিল জটিলতা ও বিভাজন। বিবর্তনের যে পদ্ধতিতে এককোষী প্রাণী থেকে উন্নত মানবপ্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে, সেই একই পদ্ধতিতে আদিম সমাজে পরিবর্তিত হ'তে হ'তে আধুনিক শিল্পনির্ভর সমাজে উপনীত হয়েছে।

বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে স্পেনসার সমাজ জীবদেহের মধ্যে তুলনা করেছেন। তিনি নিম্নস্তরের জীব ও আদিম সমাজ উভয়েরই ক্ষেত্রে কাঠামোগত সরলতা এবং বিভাজন ও শ্রমবিভাগের অনুপস্থিতির কথা বলেছেন। নিম্নস্তরের প্রাণীদের ক্ষেত্রে গোটা শরীরটাই পাকস্থলী, শ্বাসতন্ত্র ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ করে। তেমনি আদিম সমাজের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সকলেই যোদ্ধা, সকলেই শিকারী, সকলেই বাস্তুকার। সকলেই নিজের চাহিদা মেটাতে সবরকম কাজই করে থাকে। জৈবিক ক্রমবিকাশের সর্বশেষ প্রকাশ মানবদেহের সাথে স্পেনসার সামাজিক ক্রমবিকাশের সর্বাধুনিক প্রকাশ শিল্পপ্রধান সমাজব্যবস্থার তুলনা করেছেন। তিনি মানবদেহের স্নায়ুতন্ত্রের সাথে শিল্পপ্রধান সমাজের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার, মানবদেহে ধমনী ও শিরার মাধ্যমে রক্ত-সঞ্চালনের সাথে শিল্পপ্রধান সমাজের বন্টন ব্যবস্থার এবং মানবদেহের মস্তিষ্কের সাথে আধুনিক সমাজের সরকার-কেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাদৃশ্যের কথা বিশদভাবে বলেছেন।

স্পেনসার যেমন বিবর্তনবাদী, তেমনি তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীও ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বুঝতে পারেন যে সমাজকে জীব হিসাবে গণ্য করার অর্থ হ'লো ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিসত্তাকে নস্যাৎ করে সমাজের সার্বিক একতার উপর জোর দেওয়া। এই স্ববিরোধিতার কারণে পরিণত বয়সে স্পেনসার বার বার বলেছেন যে, সমাজ একটি জীব নয়, তা জীবদেহের অনুরূপ মাত্র। এ কারণে তাঁর তত্ত্বকে 'জৈববাদ' না বলে 'জৈবিক সাদৃশ্যবাদ' বলাই ঠিক হবে। জীবদেহ ও সমাজের মধ্যে সাদৃশ্যের কথা বলতে গিয়ে যে সব বিষয়ে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য নেই সেগুলিরও কথা তিনি বলেছেন। তাঁর মতে, জীবদেহ ও সমাজের মধ্যে তিন ধরনের বৈসাদৃশ্য রয়েছে ঃ

১) জীবদেহে সুসমঞ্জস, সমাজ অসমঞ্জস। জীবদেহে বিভিন্ন অঙ্গগুলির বিন্যাস নির্দিষ্ট এবং অন্যান্য অঙ্গগুলির সাথে অবস্থান, আয়তন ও সংখ্যার দিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু সমাজের অঙ্গগুলির, অর্থাৎ বিভিন্ন গোষ্ঠী, সমিতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিন্যাস এরকম নির্দিষ্ট নয় অথবা অন্যান্য গোষ্ঠী, সমিতি ও প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থান, আয়তন সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

২) জীবদেহ বিভিন্ন অঙ্গের ঘনবদ্ধ সমাহার ; কিন্তু সমাজ অসংলগ্ন। জীবদেহের বিভিন্ন অংশগুলি এমন দৃঢ় ও ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সাথে সংলগ্ন যে গোটা জীবদেহটি একটি একক হিসাবে দেখা দেয়। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন অংশগুলি বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত।

৩) জীবদেহে চেতনা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রে কেন্দ্রীভূত। সমাজে চেতনা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। নির্দিষ্ট কোন সামাজিক চেতনা কেন্দ্র নেই। শরীরের বিভিন্ন অংশের আলাদাভাবে সুখ-দুঃখের কোন অনুভূতি নেই। কিন্তু সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের আলাদাভাবে সুখ-দুঃখের অনুভূতি রয়েছে।

পরিশেষে স্পেনসার মন্তব্য করেছেন যে জীবদেহের মতো সমাজকেও পরস্পর নির্ভরশীল অংশসমূহের দ্বারা গঠিত একটি কাঠামো হিসাবে গ্রহণ করা যায় এবং এ দু'য়ের মধ্যে আর কোনও সাদৃশ্য নেই। তাঁর এ জাতীয় চিন্তায় পরবর্তীকালের সামাজিক কাঠামো ও তৎসম্পর্কিত কর্মনির্বাহী তত্ত্ব (Structural functional theory)-এর সূচনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জৈবিক সাদৃশ্যবাদকে তিনি তাঁর বিবর্তনতত্ত্বের মুখবন্ধরূপে ব্যবহার করেছেন। জৈবিক সাদৃশ্যবাদে জীবদেহ ও সমাজের উদ্ভব, বিকাশ, পরিণতি ও ক্ষয়ের যে প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে তাতেই বিবর্তনবাদের বীজ লুকিয়ে আছে।

অনুশীলনী-২

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

ক) সমাজ ও জীবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য অনুধাবনের স্পেনসার —— গড়ে তোলার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

খ) স্পেনসারের মতে, ——— -এর ফলে জীবদেহ ও সমাজ উভয়ই সরল থেকে জটিল আকার ধারণ করেছে।

গ) স্পেনসার জৈবিক ক্রমবিকাশের সর্বশেষ প্রকাশ —— -এর সাথে সামাজিক ক্রমবিকাশের সর্বাধুনিক প্রকাশ শিল্পপ্রধান সমাজব্যবস্থার তুলনা করেছেন।

ঘ) স্পেনসার মানবদেহের ——— -এর সাথে আধুনিক সমাজের সরকার-কেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাদৃশ্যের কথা বলেছেন।

ঙ) স্পেনসারের তত্ত্বকে '———' না বলে 'জৈবিক সাদৃশ্যবাদ' বলাই ঠিক হবে।

চ) স্পেনসার যেমন বিবর্তনবাদী, তেমনি —— ও ছিলেন।

ছ) স্পেনসারের মতে জীবদেহ বিভিন অঙ্গের ঘনবদ্ধ সমাহার ; কিন্তু সমাজ ———।

৫.৩.২ সামাজিক বিবর্তনবাদ

স্পেনসার জৈবিক সাদৃশ্যবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে জৈব বিবর্তন ও সামাজিক বিবর্তনের মধ্যে তুলনা করেছেন। তিনি বিশ্বজাগতিক বিবর্তন তত্ত্বের নির্মাতা। তাঁর মতে, অজৈব প্রকৃতিকে বা বস্তুজগতে, জৈব প্রকৃতিতে বা জীবজগতে এবং অতিজৈব সত্তায় বা সমাজজগতে নিরন্তর বিবর্তন ঘটে চলেছে। তার বিবর্তন তত্ত্বের মুখ্য উপপাদ্য হল দু'টি ঃ—

(১) আদিকালে খুব অল্প সংখ্যক রূপ বা গঠনাকৃতির অস্তিত্ব ছিল। এদের থেকেই বিভাজন ও বিভিন্নকরণের মাধ্যমে পরবর্তীকালে বহু সংখ্যক বস্তুরূপ, প্রাণীরূপ ও সমাজরূপ বা গঠনাকৃতির উদ্ভব হয়। (২) আদিকালে সরল ধরনের রূপ বা ঘটনাকৃতি থেকে পরবর্তীকালে জটিল বস্তু, জীব ও সমাজে পরিণত হয় এবং তাদের কার্যকলাপে বৈচিত্র্য ও সংখ্যাধিক্য দেখা দেয়। স্পেনসারের মতে, সামাজিক বিবর্তনও বিশ্বজাগতিক বিবর্তনের নিয়মগুলির অধীন হওয়ায় তা অজৈব বা জৈব প্রকৃতিতে বিবর্তনের ধরনের থেকে আলাদা কিছু নয়। সামাজিক এককগুলির আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের কাঠামোগত জটিলতা বৃদ্ধি পায়। জৈব এককগুলির মতই সামাজিক এককগুলি প্রথমে এমন একটা ভেদাভেদহীন অবস্থায় থাকে যেখানে তাদের অংশগুলির চেহারা হয় একে অপরের অনুরূপ। পরে এই সামাজিক এককগুলির মধ্যে প্রভেদ দেখা দেয় এবং তাদের অংশগুলি আর একরকম থাকে না। যত ব্যক্তিদের ভূমিকাগুলি ভিন্ন হয়ে যায় তত সামাজিক প্রভেদকরণের গতিবেগ বেড়ে যায়।

স্পেনসারের বিবর্তনের তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজ বিভিন্ন স্তরে উপনীত হয়। বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর অনুসারে চার ধরনের সমাজের আবির্ভাব হয়। প্রত্যেকটি স্তর তার আগের স্তর অপেক্ষা সামাজিক কাঠামো ও কার্যাবলীর দিক দিয়ে জটিলতর আকার ধারণ করেছে। এই পদ্ধতিতে সমরূপ সমাজ বিষমরূপ হয়ে ওঠে এবং এক ধরনের সমাজ বিভন্ন ধরনের রূপ পরিগ্রহ করে।

১) স্পেনসারের বিবর্তনের তত্ত্ব অনুসারে প্রথমে ছিল সরল সমাজ (simple society)। এই সমাজ শুধু কিছু সংখ্যক পরিবার নিয়ে গঠিত ছিল।

২) এর পরে দেখা দিল যৌগিক সমাজ (compund society)। বহুসংখ্য পরিবার পরবর্তী পর্যয়ে কিছু সংখ্যক গোষ্ঠী (clan)-তে বিভক্ত হয়। এই গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজই—যা কিনা কতকগুলি সরল সমাজের সমাহার—হ'ল যৌগিক সমাজ।

৩) বিবর্তনের পরের ধাপে জনসংখ্যা আরও বাড়ল এবং বহু সংখ্যক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হ'ল। এই সকল গোষ্ঠীগুলি কতকগুলি উপজাতি (tribe)-তে ভাগ হয়ে গেল। এই সমাজকে স্পেনসার বললেন 'দ্বিগুণ যৌগিকসমাজ' (doubly compund society)। এ হ'ল কতকগুলি যৌগিক সমাজের সমাহার।

৪) এর পরের ধাপে উপজাতিগুলি মিলিতভাবে জাতিরাষ্ট্র (nation state)-এর সূচনা করল। এই স্তরে কতকগুলি দ্বিগুণ যৌগিক সমাজের মিলনে 'ত্রিগুণ যৌগিক সমাজ' (triply compund soceity)-এর উদ্ভব ঘটল। ত্রিগুণ যৌগিক সমাজ বলতে স্পেনসার ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রের পাশাপাশি প্রাচীন মেক্সিকো আসিরীয় সাম্রাজ্য, মিশরের সভ্যতা, রোম সাম্রাজ্য প্রভৃতিকেও বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, এই ত্রিগুণ যৌগিক সমাজই হ'ল সভ্যতার অগ্রগতির প্রতিভূ।

এই প্রক্রিয়ায় সামাজিক কাঠামোগুলির আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধি পেল এবং তারই সঙ্গে সমাজে কর্মগত বিশেষীকরণ দেখা দিল। যে সমাজ এক ধরনের ছিল তা বহু ধরনের হয়ে গেল বটে, কিন্তু তার ফলে সমাজে ঐক্য ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বৃদ্ধি পেল। গোড়ার দিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি মিশ্রিত অবস্থায় ছিল। পরে সেগুলি ধীরে ধীরে আলাদা হল এবং তাদের কাঠামো ও কার্যাবলী আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। এভাবে আয়তনবৃদ্ধি, বহুরূপতা, নির্দিষ্টতা, ও সামঞ্জস্যের অভিমুখে সামাজিক বিবর্তনের অগ্রগতি ঘটে।

স্পেনসার আরও একভাবে সমাজের শ্রেণীবিভাগ করে দু'রকম সমাজের কথা বলেছেন— সমরনির্ভর সমাজ

(military society) এবং শিল্পনির্ভর সমাজ (industrial society)। বিবর্তনের প্রথম দিকে সমরনির্ভর সমাজের প্রাধান্য ছিল। পরে এই সমাজ শিল্পনির্ভর সমাজে পরিণত হয়।

সমরনির্ভর সমাজ মূলত যুদ্ধবিগ্রহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এই সমাজে প্রত্যেকে কড়া নিয়মকানুনে আবদ্ধ থেকে সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হ'ত। এই সমাজে সরকার ও ধর্ম এই দুটি উপাদানই সামাজিক জীবনের মূল নিয়ন্তা হিসাবে কাজ করত এবং ব্যক্তিগত জীবনধারা জনজীবনে কোন গুরুত্ব পেত না। কিন্তু শান্তি স্থাপনই হল শিল্পনির্ভর সমাজব্যবস্থার মূল নীতি। এখানে শিল্পের বিস্তৃতি অনেক বেশি হয় এবং তা রাষ্ট্র কর্তৃক সরাসরি নিয়ন্ত্রিত হয় না। বরং রাষ্ট্র শিল্পের উন্নতির জন্য সব সময়েই সহযোগিতা করে। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ এবং বিভিন্ন ধরনের চিন্তাধারা ও বিশ্বাস এখানে গুরুত্ব লাভ করে। ব্যক্তিগত জীবনধারাকে নস্যাৎ করে জনজীবনের কথা ভাবা হয় না।

সমরনির্ভর সমাজে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়— কঠোর স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য, কেন্দ্রীভূত সরকার এবং সব রকম সামাজিক সংগঠনের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। আর শিল্পনির্ভর সমাজে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়— উন্মুক্ত স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা, মুক্ত বাণিজ্য, অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের হ্রাস, অকেন্দ্রীভূত সরকার এবং স্বাধীন স্বেচ্ছামূলক সামাজিক সংগঠন। সমরনির্ভর সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল বাধ্যতামূলক সহযোগিতার উপর। আর শিল্প নির্ভর সমাজ দাঁড়িয়ে থাকে স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা ও চুক্তির উপর। সমরনির্ভর সমাজে রাষ্ট্রের সুবিধার জন্যই ব্যক্তির অস্তিত্ব। আর শিল্প-নির্ভর সমাজে ব্যক্তির মঙ্গলসাধনের জন্য রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। সমরনির্ভর সমাজ থেকে শিল্পনির্ভর সমাজে বিবর্তনের প্রক্রিয়াকে স্পেনসার 'status to contract' বা মর্যাদা অনুযায়ী অবস্থান থেকে চুক্তিভিত্তিক অবস্থান-এ উন্নীত হওয়ার প্রক্রিয়া বলে গণ্য করেছেন।

অনুশীলনী-৩

১) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

ক) স্পেনসারের মতে, সামাজিক বিবর্তন অজৈব বা জৈব প্রকৃতিতে বিবর্তনের থেকে আলাদা।

খ) স্পেনসারের মতে, গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজই হ'ল যৌগিক সমাজ।

গ) ত্রিগুণ যৌগিক সমাজ বলতে স্পেনসার শুধুমাত্র আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির কথাই বলেছেন।

ঘ) স্পেনসারের মতে, শিল্পনির্ভর সমাজে ব্যক্তিগত জীবনধারাকে নস্যাৎ করে জনজীবনের কথা ভাবা হয়।

২) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

ক) স্পেনসারের মতে, বিভাজন ও বিভিন্নকরণের মাধ্যমে আদিযুগের স্বল্পসংখ্যক রূপ বা গঠনাকৃতি থেকে পরবর্তীকালে বহুসংখ্যক বস্তুরূপ, প্রাণীরূপ ও ———— বা গঠনাকৃতির উদ্ভব হয়।

খ) স্পেনসারের মতে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় সমরূপ সমাজ ———— হয়ে ওঠে।

গ) স্পেনসারের মতে, গোষ্ঠীগুলি যখন উপজাতিতে ভাগ হয়ে গেল তখন ———— -এর আবির্ভাব ঘটল।

ঘ) স্পেনসারের মতে সমরনির্ভর সমাজে সরকার ও ———— এই দুটি উপাদানই সামাজিক জীবনের মূল নিয়ন্তা হিসাবে কাজ করত।

ঙ) সমরনির্ভর সমাজে কঠোর স্তরবিন্যাস ব্যবস্থা, অর্থনৈতি স্বাতন্ত্র্য, ———— এবং সবরকম সামাজিক সংগঠনের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়।

৫.৪ জর্জ সিমেল (Georg Simmel) ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী

জর্জ সিমেলের জীবৎকাল ১৫৫৮ সাল থেকে ১৯১৮ সাল অবধি বিস্তৃত। ছাত্র হিসাবে সিমেল সাংস্কৃতিক ইতিহাস, লোক-মনস্তত্ব (folk psychology), শিল্পের ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৮১ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। ছাত্রজীবনেই সিমেল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর সম্পত্তি পান এবং ফলত স্বাধীনভাবে সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার সুযোগ লাভ করেন। ১৮৮৫ সালে তিনি একজন অবৈতনিক লেকচারার ও টিউটর হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি একজন অসাধারণ বক্তা ছিলেন বলে তাঁর বক্তৃতার বিপুলসংখ্যক শ্রোতাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাশাপাশি থাকত অধ্যাপককুল এবং বার্লিনের সংস্কৃতিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু তৎকালীন ইহুদীবিরোধী (সিমেল একজন ইহুদী ছিলেন) মনোভাবের ফলে তাঁর পদোন্নতিতে বিলম্ব ঘটে। প্রাইভেট টিউটরের পদ থেকে উচ্চতর পদে উন্নীত হ'তে তাঁর ষোল বছর সময় লেগেছিল। চাকুরিজীবনে এই বিড়ম্বনা সত্ত্বেও অসংখ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করে সিমেল বিদ্বৎ সমাজে খ্যাতি অর্জন করেন। সারাজীবনে তিনি মোট একত্রিশটি বই এবং আড়াইশোর অধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি ম্যাক্স হ্বেবার ও ফার্ডিনান্ড টনিসের সাথে একত্রে 'জার্মান সোসিওলজিকাল সোসাইটি' গড়ে তোলেন। শিক্ষক জীবনের গোড়ার দিকে তিনি দর্শন ও নীতিবিদ্যার অধ্যাপনা করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি সম্পূর্ণভাবে সমাজতত্ত্বে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপকদের মধ্যে সে সময়ে একমাত্র তিনিই সমাজতত্ত্বের অধ্যাপনা করতেন। সিমেলের গৃহ বার্লিনের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের মিলনকেন্দ্র ছিল। তিনি এইসব জ্ঞানীগুণীদের সান্নিধ্যে তাঁর সমাজতাত্ত্বিক ভাবধারাগুলি প্রচার করতে থাকেন। ১৯১৪ সালে সিমেল স্ট্রসবোর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রফেসর' পদে বৃত হন।

সিমেল বিরচিত কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হ'ল ঃ (১) কনফ্লিক্ট অ্যান্ড দ্য ওয়েব অব গ্রুপ অ্যাফিলিয়েশন্‌স্, (২) দ্য মেট্রোপলিস অ্যান্ড মেন্টাল লাইফ ; (৩) কাস্টম ঃ অ্যান এসে অন সোস্যাল কোডস্ ; (৪) দ্য সোসিওলজি অব সোসিয়েবিলিটি ; (৫) হাউ ইজ সোসাইটি পসিব্‌ল্ ?

অনুশীলনী - ৪

১) শূনস্থ্যান পূরণ করুন ঃ—

ক) সিমেল ১৮১৮ সালে —— বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন।

খ) তৎকালীন —— মনোভাবের ফলে সিমেলের চাকুরিতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটে।

গ) সিমেল সারাজীবনে মোট ——— টি বই এবং আড়াইশোর অধিক প্রবন্ধ লিখেছেন।

ঘ) সিমেল ম্যাক্স হ্বেবার এবং ফার্ডিনান্ড টনিসের সাথে একত্রে ——— গড়ে তোলেন।

ঙ) জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অধ্যাপকদের মধ্যে সে সময়ে একমাত্র সিমেলই——— অধ্যাপনা করতেন।

চ) ১৯১৪ সালে সিমেল স্ট্রসবোর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ——— পদে বৃত হন।

৫.৪.১ আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ব

সিমেলের মতে, সমাজবিজ্ঞানগুলি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও ঐতিহাসিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিষয়বস্তুর আলোচনায় ব্যাপৃত। অতএব একটি আলাদা সমাজবিজ্ঞানরূপে সমাজতত্ত্ব বিভিন্ন

ধরনের আচরণের অন্তর্গত মিথষ্ক্রিয়ার আকৃতির অধ্যয়নের বিষয়েই মনোযোগ দেবে। মানবীয় সম্পর্কের আকৃতি ও বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ আলাদা। মিথষ্ক্রিয়ার বিষয়বস্তু গড়ে ওঠে ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়গুলি নিয়ে। কিন্তু মিথষ্ক্রিয়ার আকৃতি বলতে বোঝায় সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, প্রভুত্ব, বশ্যতা ইত্যাদিকে। সিমেলের মতে, সমাজতত্ত্বের প্রধান কাজ হ'ল বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের আকৃতিগুলিকে বর্ণনা, শ্রেণীবদ্ধ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা।

সিমেলের মতে, বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্কের একই আকৃতি প্রকাশ পেতে পারে। সমাজজীবনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিল্পগত বা ধর্মীয় ক্ষেত্রে মিথষ্ক্রিয়ার অনুরূপ ধরন— যেমন প্রতিযোগিতা, অনুকরণ, শ্রমবিভাগ ইত্যাদি দেখা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের মানবীয় আচরণের অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য অনুধাবনের জন্য বিষয়বস্তুর থেকে আকৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। যুদ্ধ ও বিবাহ সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের সামাজিক বিষয় হ'তে পারে। কিন্তু যুদ্ধ ও বিবাহঘটিত বিবাদের ক্ষেত্রে একই রকম মিথষ্ক্রিয়া ঘটতে পারে। আবার বিভিন্ন ধরনের আকৃতির মধ্যে অনুরূপ স্বার্থ ও উদ্দেস্যসমূহ রূপায়িত হ'তে পারে। অর্থনৈতিক স্বার্থের ফলে প্রতিযোগিতার মত পরিকল্পিত সহযোগিতারও উদ্ভব হ'তে পারে। বিষয়বস্তুর চেয়ে আকৃতির উপর বেশি গুরুত্ব দান করার জন্য সিমেলের সমাজতত্ত্ব চর্চার পদ্ধতিকে 'আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ব' বলা হয়।

সেসময়ে বহু ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী মনে করতেন যে, ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি এমনই অভিনব যে সেগুলি বারবার ঘটে না। অতএব ঐসব ঘটনাগুলিকে সূত্রাকারে ব্যাখ্যা করার মত একটি সমাজবিজ্ঞান গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু সিমেলের মতে, মিথষ্ক্রিয়ার আকৃতির অধ্যায়নের দ্বারা এই সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। তিনিও একমত ছিলেন যে, সিজারের হত্যাকান্ড, অষ্টম হেনরির সিংহাসনে আরোহণ, ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা অভিনব ও বারবার ঘটে না। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইতিহাসকে দেখলে এইসব ঘটনাগুলির অভিনবত্বের তুলনায় তাদের অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য বেশি করে চোখে পড়বে। বিভিন্ন রাজার ব্যক্তিগত কার্যাবলী বেশি পরিমাণে পরীক্ষা করার দরকার নেই। কিন্তু রাজাদের ব্যক্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে কিভাবে রাজতন্ত্ররূপ প্রতিষ্ঠানটি তাদের প্রভাবিত করেছিল সেই জ্ঞান সমাজতত্ত্ব যোগাতে পারে। এইভাবে সিমেল সমাজজীবনের একটি জ্যামিতি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সিমেলের মতে, যদি সমাজকে ব্যক্তিদের মধ্যে মিষষ্ক্রিয়ারূপে ভাবা হয় তবে সমাজবিজ্ঞানের কাজ হ'ল এইসব মিথষ্ক্রিয়ার বিভিন্ন আকৃতির বর্ণনা।

আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্বে বাস্তব বিষয়াদির কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে বিমূর্তভাবে বেছে নেওয়া হয়। কোন কোন সামাজিক ঘটনা তাদের বহিঃপ্রকাশে আলাদা হলেও কাঠামোগত ব্যবস্থাপনায় একই রকম হতে পারে। আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্বের পদ্ধতিতে এইসব ঘটনাবলীর তুলনা করা সম্ভব হয়। যেমন সামাজিক মূল্যবোধ মেনে চলা স্কাউট দলে এবং বিপথে চলে যাওয়া কিশোরদের গোষ্ঠীতে নেতার সাথে অনুগামীদের সম্পর্কের কাঠামো একই রকম হ'তে পারে। সিমেলের মতে, অজস্র সামাজিক বিষয়বস্তু থেকে যে নির্দিষ্ট সংখ্যক আকৃতি বেছে নেওয়া সম্ভব তা সমাজজীবনের বিশ্লেষণে সাহায্য করে। সামাজিক বিষয়বস্তুগুলি পরস্পর সম্পর্কহীন উপাদান মাত্র। আকৃতির তাত্ত্বিক ব্যবহারের দ্বারাই এগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে একটি অখণ্ড সমাজজীবনের ধারণা গড়ে তোলা যায়। এছাড়া কতকগুলি বিষয়বস্তু একটি নির্দিষ্ট আকৃতি অর্জন করে বলে সেগুলিকে অন্য বিষয়বস্তু থেকে পৃথক করা সম্ভব হয়।

সমাজবাস্তবতার ক্ষেত্রে অবশ্য আকৃতিগুলিকে বিশুদ্ধরূপে পাওয়া যায় না। এগুলি মিশ্রিত অবস্থায় থাকে।

দাম্পত্য সম্পর্ক অথবা আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর ক্ষেত্রে প্রভুত্ব ও বশ্যতা, সহযোগিতা ও দ্বন্দ, ঘনিষ্ঠতা ও দূরত্ব একই সঙ্গে বিরাজ করে। এর ফলে একটি আকৃতির সাথে অন্য আকৃতির সংঘর্ষ বেধে যায় ও মিশ্রণ ঘটে। সমাজজীবনে 'অবিমিশ্র সহযোগিতা' বা 'অবিমিশ্র দ্বন্দ্ব' খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ আকৃতিগুলি ধারণার স্তরে বিরাজ করে। বাস্তবে সেগুলির দেখা মেলে না।

সিমেলের আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্বের অনেক সমালোচনা হয়েছে। প্রথম সিমেলের এই মত সত্য নয় যে সামাজিক সম্পর্কের আকৃতিগুলি অন্য কোন শাস্ত্রে অধীত হয় না। যেমন আইনশাস্ত্র প্রভুত্ব, বশ্যতা, দ্বন্দ্ব, কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কগুলির আকৃতি ও বিষয়বস্তু উভয়ই বিশ্লেষণ করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের আকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া বলা যায় অর্থনীতির সমস্ত সূত্রই মানবীয় সম্পর্কের বহিরাকৃতি নিয়ে চর্চা করে।

দ্বিতীয় সিমেল আকৃতি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে যে পার্থক্য নির্দেশ করার কথা বলেছিলেন তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। বিষয়বস্তুবিহীনভাবে কোন আকৃতি থাকে না এবং বিষয়বস্তু থেকে আকৃতিকে কঠোরভাবে আলাদা করে তার অধ্যয়ন সম্ভব নয়।

সিমেলের আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্বের মূল্য অনস্বীকার্য। সামাজিক সম্পর্কগুলির আকৃতির শ্রেণীবিন্যাস ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনের কথা সিমেল সঠিকভাবেই বলেছেন। মানবীয় সম্পর্কগুলি এত বিভিন্ন ধরনের এবং সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি এত জটিল যে সেগুলির শ্রেণীবিন্যাস না করলে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ খাপছাড়া হয়ে পড়তে পারে। সিমেলের আগে স্পেনসার ও টার্ডে কিছু পরিমাণে সামাজিক সম্পর্কগুলিকে শ্রেণীবিন্যস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের অসমাপ্ত কাজকে সিমেল সমাপ্ত করেছেন।

অনুশীলনী - ৫

১) শূন্যস্থান পূরণ করুণ ঃ—

ক) সিমেলের মতে, মানবীয় সম্পর্কের আকৃতি ও ——— সম্পূর্ণ আলাদা।

খ) সিমেলের সমাজতত্ত্ব চর্চার পদ্ধতিকে ——— বলা হয়।

গ) সিমেলের মতে, দাম্পত্য সম্পর্ক অথবা আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর প্রভুত্ব ও ———, সহযোগিতা ও ———, ঘনিষ্ঠতা ও ——— একই সঙ্গে বিরাজ করে।

২) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

ক) সিমেলের মতে, মিথষ্ক্রিয়ার আকৃতি গড়ে ওঠে ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়গুলি নিয়ে।

খ) সিমেলের মতে, বিভিন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্কের একই আকৃতি প্রকাশ পেতে পারে।

গ) সিমেলের মতে, যুদ্ধ ও বিবাহঘটিত বিবাদের ক্ষেত্রে একই রকম মিথষ্ক্রিয়া ঘটতে পারে।

ঘ) সে সময়ে বহু ঐতিহাসিক মনে করতেন যে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি অভিনব হলেও সেগুলি বারবার ঘটে।

ঙ) সিমেল সমাজজীবনের একটি জ্যামিতি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

চ) সিমেলের মতে, আকৃতিগুলি কখনই মিশ্রিত হয় না।

ছ) সিমেলের আগে আর কোনও সমাজতত্ত্ববিদ সামাজিক সম্পর্কগুলিকে শ্রেণীবিভক্ত করার চেষ্টা করেন নি।

৫.৪.২ সামাজিকতার ধরন

যখন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিথষ্ক্রিয়া সংঘটিত হয় তখন তারা কতকগুলি পারস্পরিক সম্পর্ক বা সামাজিকতার ধরন গড়ে তোলে। সিমেল নানা ধরনের সামাজিকতাকে শনাক্ত করে সেগুলির বিশ্লেষণ করেছেন। সব থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিকতার ধরন হ'ল ঃ যুগল (dayd), ত্রয়ী (triad) এবং আধিপত্য-বশ্যতা (superordination-subordination)।

দু'জন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত সরলতম গোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত সম্পর্কই হ'ল যুগল সম্পর্ক। এর বিভিন্ন প্রকাশ ঘটতে পারে। তবে সবচেয়ে পরিচিত প্রকাশ হ'ল একবিবাহের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা স্বামী-স্ত্রীর একটি পরিবার। যুগল সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত দু'জন ব্যক্তিই কোন বৃহত্তর সমষ্টির নয়, শুধু একে অপরের সম্মুখীন হচ্ছে। দু'জন অংশগ্রহণকারীর উপর এই গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করে বলে একজন সরে দাঁড়ালেই এটি বিনষ্ট হয়। তবে কোন যুগল ত্রয়ীতে রূপান্তরিত হ'লে একজন সদস্য কোনভাবে সরে গেলেও গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব বিপন্ন হয় না। অন্যান্য গোষ্ঠীতে যে অতিব্যক্তিক (superpersonal) সত্তা গড়ে ওঠে এবং যা সদস্যদের উপরে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, তা যুগলে কখনও গড়ে ওঠে না। যুগলসম্পর্কে অংশগ্রহণকারীরা এই সম্পর্কে প্রগাঢ়ভাবে নিমগ্ন হয়। যুগলের ক্ষেত্রে প্রতি সদস্যের উপরে গোটা গোষ্ঠী অপরিহার্যভাবে নির্ভরশীল, অন্যান্য গোষ্ঠীতে দায়িত্ব অন্যের উপর চাপানো যায়। কিন্তু যুগলের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না, কারণ যে কোন যৌথ কার্যসম্পাদনের ব্যাপারে দু'জনকেই অংশ নিতে হয়।

যুগল ত্রয়ীতে রূপান্তরিত হ'লে একজন সদস্য সংযোজিত হয়ে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা মৌলিক পরিবর্তন আনে। যেমন একটি সন্তান লাভের পরে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়। কিন্তু ত্রয়ীতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত একজন সদস্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এরাই হ'ল সবচেয়ে সরল কাঠামো যেখানে গোষ্ঠী সদস্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। যখু যুগলগোষ্ঠীতে একজন তৃতীয় ব্যক্তি প্রবেশ করে তখন এই শেষোক্তজন নিচের তিনটি ভূমিকার যে কোন একটি গ্রহণ করে ঃ (১) নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী যে অন্য দু'জনের মধ্যে কারুরই পক্ষ অবলম্বন না করে তাদের বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করে ; (২) এমন ধরনের তৃতীয় পক্ষ যে অন্য দু'জনের বিবাদ উপভোগ করে এবং নিজের সুবিধার জন্য তা ব্যবহার করার চেষ্টা করে ; যেমন 'বিভক্ত কর ও শাসন কর' (divide and rule) নীতিগ্রহণকারী যে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অন্য দু'জনের মধ্যে বিবাদ বাধায়।

সিমেল শুধু দৈনন্দিন জীবনের মিথষ্ক্রিয়ার ধরন বোঝানোর জন্য তাঁর যুগল ও ত্রয়ীর ধারণা ব্যবহার করেননি। তিনি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নানারকম রাজনৈতিক জোটবন্ধনকে ব্যাখ্যা করতেও এই ধারণা প্রয়োগ করেছেন। যেমন ইংল্যান্ডে রাজা ও অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে কলহবিবাদ দূর করার প্রয়োজনেই সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়া সধারণসভার উদ্ভব হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। নববিবাহিত দম্পতীর সাথে শ্বাশুড়ী যে কৌশলপূর্ণ ব্যবহার করে তার সঙ্গে তিনি প্রাচীনকালে গ্রিস জয়ের পর রোম এথেন্স ও স্পার্টার সাথে যে ব্যবহার করত তার তুলনা করেছেন।

যুগল ও ত্রয়ী ছাড়া সিমেল সামাজিকতার একটি মুখ্য ধরন হিসাবে আধিপত্য-বশ্যতার বিশ্লেষণ করেছেন। সিমেলের মতে, অন্য কারও কিছু সম্পর্কের মত প্রভুত্ব ও আনুগত্যের মাধ্যমে সমাজ গড়ে উঠেছে এবং প্রতিটি মানবীয় সমিতিতে প্রভুত্ব ও আনুগত্য উপস্থিত। আধিপত্যের ক্ষেত্রে কিন্তু অধিপতিও তার নিজের

আদেশবলে বাধা পড়ে যায়। প্রভু ও অনুগতেরা তাদের ব্যক্তিত্বের সমান অংশ নিয়ে এই সম্পর্কে প্রবেশ করে না। প্রভু তার ব্যক্তিত্বের সবটাই প্রয়োগ করে, কিন্তু অনুগত তার ব্যক্তিত্বের অংশমাত্র নিয়োগ করে। সিমেলের মতে যত বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকে শাসন করতে হবে, ততই প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের কম অংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব হবে। প্রভু ও অনুগত-এর মধ্যে সম্পর্কটা হ'ল পারস্পরিক আদানপ্রদানের ; কেবল প্রভুর চূড়ান্ত আধিপত্য ও অনুগত ব্যক্তির নীরব বশ্যতার ব্যাপার নয়।

সিমেলের মতে, যদি বিভিন্ন ব্যক্তি সমানভাবে একজন শাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন হয় তবে তারা পরস্পরের সমান। স্বৈরাচারী শাসকরা এইরকম সমতাবিধান [যাকে কার্ল ম্যানহাইম 'নেতিবাচক গণতন্ত্রীকরণ' (negative democratization) বলেছেন।]পছন্দ করে য, কারণ তারা এর দ্বারা উপকৃত হয়। সকল প্রজা সমান হয়ে গেলে ক্ষমতার ভাগাভাগি হয় না। সেক্ষেত্রে শাসক পুরো ক্ষমতাটাই হস্তগত করে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু যদি প্রজাদের মধ্যে স্তরবিন্যাস ঘটে তবে উচ্চস্তরে আসীন প্রজারাও কিছুটা ক্ষমতা লাভ করে এবং শাসকের স্বৈরাচার প্রতিহত হয়। যদিও এই স্তরবিন্যাস প্রজাদের মধ্যে অসাম্য বাড়ায়, তা কিন্তু ব্যক্তিকে শাসকের প্রত্যক্ষ ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থেকে বাঁচায়। যেখানে সামাজিক স্তরবিন্যাস পিরামিডের চেহারা নেয়, সেখানে সবচেয়ে উঁচু ও নিচু স্তর ছাড়া মাঝের প্রত্যেক স্তরই তার অব্যবহিত নিচের স্তরের উপর বিস্তার করে এবং উপরের স্তরের প্রতি বশ্যতা জানায়। এভাবে কারুর কারুর প্রতি আনুগত্যের ক্ষতিপূরণ ঘটে যায় অন্য কারুর উপর ক্ষমতাভোগের মাধ্যমে।

অনুশীলনী - ৬

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

ক) সিমেলের মতে, তিনটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিকতার ধরন হল যুগল, ——— এবং আধিপত্যবশ্যতা।

খ) নববিবাহিত দম্পতীর সাথে শ্বাশুড়ী যে কৌশলপূর্ণ ব্যবহা করে তার সাথে সিমেল প্রাচীনকালে গ্রিস জয়ের পর ——— এথেন্স ও স্পার্টার সাথে যে ব্যবহার করত তার তুলনা করেছেন।

গ) সিমেলর মত, আধিপত্যের ক্ষেত্রে অধিপতির তার নিজের ———— বাধা পড়ে যায়।

ঘ) যেখানে সামাজিক স্তরবিন্যাস ——— -এর চোহারা নেয়, সেখানে সবচেয়ে উঁচু ও নিচু স্তর ছাড়া মাঝের প্রত্যেক স্তরই তার অব্যবহিত নিচের স্তরের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে এবং উপরের স্তরের প্রতি বশ্যতা জানায়।

২) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

ক) ত্রয়ীতে একজন সদস্য সরে গেলে গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হয়।

খ) অন্যান্য গোষ্ঠীতে যে অতিব্যক্তিক সত্তা গড়ে ওঠে এবং যা সদস্যদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, তা যুগলে কখনও গড়ে ওঠে না।

গ) সিমেলের মতে, প্রতিটি মানবীয় সমিতিতে প্রভুত্ব ও আনুগত্যের সম্পর্ক দেখা যায় না।

ঘ) সিমেলের মতে প্রভু ও অনুগতদের মধ্যে সম্পর্কটা হ'ল পারস্পরিক আদানপ্রদান।

ঙ) সিমেলের মতে, স্বৈরাচারী শাসকরা নেতিবাচক গণতন্ত্রীকরণকে পছন্দ করে।

৫.৫ সারাংশ

স্পেনসারের মতে, জীবদেহের সাথে সমাজের লক্ষণীয় সাদৃশ্য আছে। জীবদেহ ও সমাজ উভয়েরই ক্রমবিকাশ ঘটছে এবং তার ফলে উভয়ই সরল থেকে জটিল আকার ধারণ করছে। তিনি নিম্নস্তরের জীব ও আদিম সমাজ উভয়েরই ক্ষেত্রে কাঠামোগত সরলতা এবং বিভাজন ও শ্রমবিভাগের অনুপস্থিতির কথা বলেছেন। বিবর্তনের যে পদ্ধতিতে এককোষী প্রাণী থেকে উন্নত মানবপ্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে সেই একই পদ্ধতিতে আদিম সমাজ পরিবর্তিত হ'তে হ'তে আধুনিক শিল্পনির্ভর সমাজে উপনীত হয়েছে, পরবর্তীকালে স্পেনসার অবশ্য জীবদেহ ও সমাজের মধ্যে কিছু বৈসাদৃশ্যের উল্লেখপূর্বক বলেছেন যে, সমাজ একটি জীব নয়, তা জীবদেহের অনুরূপ মাত্র।

জৈবিক সাদৃশ্যবাদকে স্পেনসার তাঁর বিবর্তনবাদের মুখবন্ধ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, বস্তুজগতে, জীবজগতে ও সমাজজগতে একই নিয়মে নিরন্তর বিবর্তন ঘটে চলেছে। এই প্রক্রিয়ায় সরল বস্তু জীব ও সমাজ কালক্রমে জটিল বস্তু, জীব ও সমাজে পরিণত হয় এবং তাদের কার্যকলাপে বৈচিত্র্য ও সংখ্যাধিক্য দেখা দেয়। বিবর্তন প্রক্রিয়ার চার রকম সমাজের পরপর আবির্ভাব হয় ঃ সরল সমাজ, যৌগিক সমাজ, দ্বিগুণ যৌগিক সমাজ ও ত্রিগুণ যৌগিক সমাজ। কতকগুলি পরিবার নিয়ে সরল সমাজ, কতকগুলি গোষ্ঠী নিয়ে যৌগিক সমাজ, কতকগুলি উপজাতি নিয়ে দ্বিগুণ যৌগিক সমাজ এবং জাতিরাষ্ট্র নিয়ে ত্রিগুণ যৌগিক সমাজ গড়ে ওঠে। আয়তন বৃদ্ধি, বহুরূপতা, নির্দিষ্টতা ও সামঞ্জস্যের দিকে সামাজিক বিবর্তনের অগ্রগতি ঘটে। স্পেনসার আরও একভাবে সমাজের শ্রেণীবিভাগ করেছেন ঃ সমরনির্ভর সমাজ ও শিল্পনির্ভর সমাজ।

সিমেলের মতে, মানবীয় সম্পর্কের আকৃতি ও বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ আলাদা, সমাজতত্ত্বের প্রধান কাজ হ'ল বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের আকৃতিগুলিকে বর্ণনা, শ্রেণীবদ্ধ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা। বিভিন্ন ধরনের মানবীয় আচরণের অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য অনুধাবনের জন্য তিনি বিষয়বস্তুর চেয়ে আকৃতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। একারণে সিমেলের সমাজতত্ব চর্চার পদ্ধতিকে 'আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ব' বলা হয়। তাঁর মতে, অজস্র সামাজিক বিষয়বস্তু থেকে যে নির্দিষ্টসংখ্যাক আকৃতি বেছে নেওয়া সম্ভব তা সমাজজীবনের বিশ্লেষণে সাহায্য করে। এভাবে সিমেল সমাজজীবনের একটি জ্যামিতি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বিভিন্ন সমালোচনা সত্ত্বেও সিমেলের আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্বের মূল্য অনস্বীকার্য।

যখন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মিথস্ক্রিয়া সংঘটিত হয় তখন তারা কতকগুলি সামাজিকতার ধরন গড়ে তোলে। সিমেলের মতে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি সামাজিতার ধরন হ'ল— যুগল, ত্রয়ী এবং আধিপত্য-বশ্যতা। দু'জনের অংশগ্রহণের উপর যুগলের স্থায়িত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তবে যুগল ত্রয়ীতে রূপান্তরতি হলে একজন সরে গেলেও গোষ্ঠীর স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হয় না। ত্রয়ীতে গোষ্ঠী সদস্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে যা যুগলের ক্ষেত্রে হয় না। সিমেলের মতে সমাজ গড়ে ওঠার আবশ্যকীয় শর্ত হ'ল আধিপত্য-আনুগত্যের সম্পর্কের উপস্থিতি। কিন্তু এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রভু তার ব্যক্তিত্বের সবটাই নিয়োগ করে যেখানে অনুগত তার ব্যক্তিত্বের অংশমাত্র নিয়োগ করে। যখন সব প্রজাই সমান তখন শাসক পুরো ক্ষমতাই হস্তগত করতে পারে। কিন্তু যখন প্রজাদের মধ্যে স্তরবিন্যাস ঘটে তখন উচ্চস্তরের প্রজারাও কিছুটা ক্ষমতা লাভ করে এবং শাসকের স্বৈরাচার প্রতিহত হয়।

৫.৬ অনুশীলনী

১) স্পেনসার জীবদেহের সাথে সমাজের কিভাবে তুলনা করেছেন ? দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন।

২) মানবদেহের কোন কোন অঙ্গের সাথে শিল্পপ্রধান সমাজের কোন কোন ব্যবস্থার তুলনা স্পেনসার করেছেন ? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন।

৩) জীবদেহ ও সমাজের মধ্যে কি কি বৈসাদৃশ্যের কথা স্পেনসার বলেছেন ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন।

৪) স্পেনসারের বিবর্তন তত্ত্বের মুখ্য দুটি উপপাদ্য কি কি ? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৫) সামাজিক বিবর্তন তত্ত্বে স্পেনসার কোন চার ধরনের সমাজের আবির্ভাবের কথা বলেছেন ? দেড়শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৬) সমরনির্ভর সমাজ ও শিল্পনির্ভর সমাজ বলতে স্পেনসার কি বুঝিয়েছেন ? দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৭) সামাজিক সম্পর্কের আকৃতি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য কি ? কিভাবে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে একই আকৃতি প্রকাশ পেতে পারে অথবা বিভিন্ন আকৃতির মধ্য দিয়ে একই বিষয়বস্তু রূপায়িত হতে পারে ? দেড়শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৮) সিমেল কিভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে সমাজতত্ত্বের দ্বারা সূত্রাকারে ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলে মনে করতেন ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৯) সিমেলের মতে, আকৃতির তাত্ত্বিক ব্যবহারের সুবিধা কি কি ? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১০) সিমেলের আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্বের কি কি সমালোচনা করা হয়েছে ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১১) যুগল সম্পর্কের ব্যাপারে সিমেল কি বলেছেন ? দেড়শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১২) যুগল ও ত্রয়ীর মধ্যে পার্থক্য কি ? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন।

১৩) যখন যুগলগোষ্ঠীতে একজন তৃতীয় ব্যক্তি প্রবেশ করে তখন সে কি কি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে ? একশটি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন ?

১৪) সিমেলের অনুসরণে আধিপত্য-বশ্যতার বিশ্লেষণ করুন। দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন।

৫.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

১) (ক) ×

(খ) ✓

(গ) ×

(ঘ) ×

(ঙ) ✓

অনুশীলনী - ২

১। (ক) বিবর্তনতত্ত্ব

(খ) ক্রমবিকাশ

(গ) মানবদেহ

(ঘ) মস্তিষ্কের

(ঙ) জৈববাদ

(চ) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী

(ছ) অসংলগ্ন

অনুশীলনী - ৩

১) (ক) ×

(খ) ✓

(গ) ×

(ঘ) ×

২। (ক) সমাজরূপ

(খ) বিষমরূপ

(গ) দ্বিগুণ যৌগিক সমাজ

(ঘ) ধর্ম

(ঙ) কেন্দ্রীভূত সরকার

অনুশীলনী - ৪

১) (ক) বার্লিন

(খ) ইহুদীবিরোধী

(গ) একত্রিশ

(ঘ) জার্মান সোসিওলজিকাল সোসাইটি

(ঙ) সমাজতত্ত্বের

(চ) প্রফেসর

অনুশীলনী - ৫

১) (ক) বিষয়বস্তু

(খ) আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্ব

(গ) বশ্যতা দ্বন্দ্ব দূরত্ব

২) (ক) ×

(খ) ✓

(গ) ✓

(ঘ) ×

(ঙ) ✓

(চ) ×

(ছ) ×

অনুশীলনী - ৬

১) (ক) ত্রয়ী

(খ) রোম

(গ) আদেশবলে

(ঘ) পিরামিড

২) (ক) ×

(খ) ✓

(গ) ×

(ঘ) ✓

(ঙ) ✓

অনুশলনী

১) ৫.৩.১ অনুচ্ছেদের ১ম, ২য় ও ৩য় পংক্তিগুলি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে—

(ক) জীবদেহের বিবর্তন ও সমাজের বিবর্তনের তুলনা

(খ) উভয়েরই ক্ষেত্রে প্রথমদিকে বিভাজন ও শ্রমবিভাগের অনুপস্থিতি

(গ) উভয়েরই ক্ষেত্রে সরল পর্যায় থেকে জটিল পর্যায়ে বিবর্তন

২) ৫.৩.১ অনুচ্ছেদের ৩য় পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে —

(ক) স্নায়ুতন্ত্রের সাথে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার তুলনা

(খ) রক্তসঞ্চালনের সাথে বণ্টন ব্যবস্থার তুলনা

(গ) মস্তিষ্কের সাথে সরকারের তুলনা

৩) ৫.৩.১ অনুচ্ছেদের ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পংক্তিগুলি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্মোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে—

(ক) জীবদেহ সুসমঞ্জস, সমাজ অসমঞ্জস

(খ) জীবদেহে বিভিন্ন অঙ্গের ঘনবদ্ধ সমাহার, সমাজ অসংলগ্ন

(গ) জীবদেহে চেতনা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রে কেন্দ্রীভূত ; সমাজে চেতনা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

৪। ৫.৩.২ অনুচ্ছেদের ১ম পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে —

(ক) স্বল্পসংখ্যক রূপ বা গঠনাকৃতি থেকে বহুসংখ্যক রূপ বা গঠনাকৃতির উদ্ভব

(খ) সরল থেকে জটিলে পরিবর্তন

৫) ৫.৩.২ অনুচ্ছেদের ২য়, ৩য়,৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পংক্তিগুলি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে—

(ক) সরল সমাজ

(খ) যৌগিক সমাজ

(গ) দ্বিগুণ যৌগিক সমাজ

(ঘ) ত্রিগুণ যৌগিক সমাজ

৬। ৫.৩.২ অনুচ্ছেদের শেষ দুটি পংক্তি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে—

(ক) সমরনির্ভর সমাজের বৈশিষ্ট্য

(খ) শিল্পনির্ভর সমাজের বৈশিষ্ট্য

(গ) উভয় সমাজের পার্থক্য।

৭। ৫.৪.১ অনুচ্ছেদের ১ম ও ২য় পংক্তিদ্বয় দেখুন।

৮। ৫.৪.১ অনুচ্ছেদের ৩য় পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে —

(ক) ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির অভিনবত্ব

(খ) সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘটনাগুলির অভিনত্বের চেয়ে তাদের সাদৃশ্যের অনুধাবন

৯) ৫.৪.১ অনুচ্ছেদের ৪র্থ ও শেষ পংক্তিদ্বয় দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে —

(ক) আনুষ্ঠানিক সমাজতত্ত্বের পদ্ধতিতে বিভিন্ন ঘটনার তুলনা

(খ) নির্দিষ্ট সংখ্যক আকৃতির দ্বারা সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির শ্রেণীবিন্যাস ও সমাজজীবনের সুষ্ঠ বিশ্লেষণ

(গ) আকৃতির ব্যবহারের দ্বারা সম্পর্কহীন সামাজিক বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে সম্পর্কস্থাপন

(ঘ) বিভিন্ন বিষয়বস্তুগুলির পৃথকীকরণ।

১০) ৫.৪.১ অনুচ্ছেদের ৬ষষ্ঠ ও ৭ম পংক্তিদ্বয় দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে—

(ক) বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানে আকৃতির অধ্যয়ন

(খ) আকৃতি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য রক্ষা অসম্ভব

১১) ৫.৪.২ অনুচ্ছেদের ২য় পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে —

(ক) যুগল গোষ্ঠীর উদাহরণ

(খ) দু'জন অংশগ্রহণকারীর গুরুত্ব

(গ) গোষ্ঠীগত অতিব্যক্তিক সত্তার অনুপস্থিতি

১২) ৫.৪.২ অনুচ্ছেদের ২য় ও ৩য় পংক্তিদ্বয় দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে —

(ক) যুগল ও ত্রয়ীর আপেক্ষিক স্থায়িত্ব

(খ) যুগলে গোষ্ঠীর সদস্যদের উপর নিয়ন্ত্রণের অভাব, ত্রয়ীতে গোষ্ঠীর সদস্যদের উপর নিয়ন্ত্রণ.

১৩) ৫.৪.২ অনুচ্ছেদের ৩য় পংক্তিটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে—

(ক) নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী

(খ) বিবাদ উপভোগ ও ব্যবহারকারী

(গ) 'বিভক্ত কর ও শাসন কর' নীতিগ্রহণকারী।

১৪) ৫.৪.২ অনুচ্ছেদের শেষ দুটি পংক্তি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকতে হবে—

(ক) প্রভুত্ব-আনুগত্যের সম্পর্ক দ্বারা সমাজগঠন

(খ) প্রভু ও অনুগতদের ব্যক্তিত্বের অসমান অংশ প্রয়োগ

(গ) প্রভু ও অনুগতের মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদান

(ঘ) শাসকের পক্ষে নেতিবাচক গণতন্ত্রীকরণের উপযোগিতা

(ঙ) ক্ষমতার স্তরবিন্যাসের ফলাফল

৫.৮ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Harry Elmer Barnes : *In Introduction to the History of Sociology* (1950)

(২) Lewis A Coser : *Masters of Sociological Thought* (1950)

(৩) Francis Abraham & John Henry Morgan : *Sociologica Thought* (1985)

(৪) Timothy Raison (ed.) : *The Founding Fathers of Social Science* (1929)

একক ৬ ❐ এমিল ডুর্খাইম

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য
৬.২ প্রস্তাবনা
৬.৩ এমিল ডুর্খাইম ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী
৬.৩.১ সামাজিক বস্তুসত্য
৬.৩.২ শ্রমবিভাগ
৬.৩.৩ আত্মহত্যা
৬.৩.৪ ধর্ম ও সমাজ
৬.৪ সারাংশ
৬.৫ অনুশীলনী
৬.৬ উত্তরমালা
৬.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে সমাজতত্ত্বের মুখ্য স্থপতিদের মধ্যে অন্যতম এমিল ডুর্খাইমের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা সম্পর্কে পাঠকদের মনে কিছু ধারণা জন্মাবে। সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের আধুনিক ধরন—যা কোঁত এবং স্পেনসারের সমাজতাত্ত্বিক ধাঁচের থেকে কিছুটা আলাদা—গড়ে তোলার গৌরব প্রাথমিকভাবে ডুর্খাইমেরই প্রাপ্য। প্রথমোক্ত দু'জনের বৃহদাকার তত্ত্ব (grand theory)-এর বিপরীতে ডুর্খাইম নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক, যা সমাজতত্ত্বের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়গুলির অন্যতম, ডুর্খাইম কর্তৃক বিশেষভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। বর্তমান এককটি পাঠ করলে পাঠক ডুর্খাইমকৃত আধুনিক ধরনের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের সাথে কিছুটা পরিচিত হবেন।

৬.২ প্রস্তাবনা

স্পেনসারের লেখায় যে কর্মনির্বাহী তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন ছিল তা ডুর্খাইমের লেখায় অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। বর্তমান এককে ডুর্খাইমের শ্রমবিভাগ, আত্মহত্যা এবং ধর্মের সামাজিক চরিত্র বিষয় আলোচিত হ'ল। এই তিনটি প্রসঙ্গেই ডুর্খাইমের কর্মনির্বাহী দৃষ্টিভঙ্গি, যা তিনি স্পেনসারের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন, প্রকাশ পেয়েছে। এই তিনটি বিষয়ের আলোচনাতেই ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রসঙ্গটি প্রাধান্য লাভ করেছে। শ্রমবিভাগ প্রসঙ্গে মূলত সামাজিক ঐক্যের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। আত্মহত্যা নামক একান্ত ব্যক্তিগত হিসাবে চিহ্নিত আচরণটিও কিভাবে সামাজিক কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয় তা ডুর্খাইম দেখাবার চেষ্টা করেছেন। ধর্মের সামাজিক চরিত্র উদঘাটনপূর্বক ডুর্খাইম এও প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন যে সমাজই হ'ল ধর্মীয় আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু।

৬.৩ এমিল ডুর্খাইম ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী

প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ এমিল ডুর্খাইমের জন্ম হয় ১৮৫৮ সালে ফ্রান্সে। মূলত দর্শনের ছাত্র হলেও রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বে তিনি আগ্রহী ছিলেন। স্নাতক হবার পর তিনি দর্শনের অধ্যাপনা শুরু করেন। কিছুদিন পরে অধ্যাপনায় বিরতি দিয়ে তিনি জার্মানির বার্লিন ও লাইপ্‌জিগে উচ্চতর পঠনপাঠন ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। এসময় থেকে তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন যেগুলি ফরাসী বিদ্বৎজনদের সমাদর লাভ করে। তিনি ১৮৮৭ সালে বোরদো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ফ্রান্সের মধ্যে প্রথম বোরদো বিশ্ববিদ্যালয়ে ডুর্খাইমের জন্যই সমাজবিজ্ঞানের পাঠক্রম প্রচলিত হয়। ১৮৯৩ সালে যে গবেষণাপত্রটি তিনি সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন সেটি পরবর্তীকালে 'দ্য ডিভিসন অব লেবার ইন সোসাইটি' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে। তিনি এর কিছু পরেই 'দ্য রুলস অব সোসিওলজিকাল মেথড' ও 'সুইসাইড' নামে আরও দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৮৯৮ সালে 'L' Annee Sociologique' নামে একটি বৈজ্ঞানিক সাময়িকপত্র নিজের সম্পাদনায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এই সাময়িকপত্রটি সারা ফ্রান্সের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার বিতর্কের ও গবেষণার একটি স্বীকৃত মাধ্যম হয়ে ওঠে। ১৯০২ সালে ডুর্খাইম সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষার একটি নবসৃষ্ট অধ্যাপকপদে যোগ দেন। পরে শিক্ষাকে বিলুপ্ত করে ঐ পদটি শুধু সমাজতত্ত্বের জন্য সংরক্ষিত হয়। এসময় থেকে ডুর্খাইম উদীয়মান সমজত্ত্ববিদের শিক্ষণের ব্যাপারে সবিশেষ উদ্যোগী হন এবং তাদের সাথে আলোচনায় তাঁর অধিকাংশ সময় ব্যয় করতে থাকেন। ১৯১২ সালে তাঁর চতুর্থ বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য এলিমেন্টারি ফর্মস্ অব রিলিজিয়াস লাইফ' প্রকাশিত হয় যার মাধ্যমে তিনি ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ১৯১৭ সালে তিনি মারা যান। ডুর্খাইম বিরচিত কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম হ'ল ঃ

১) দ্য ডিভিসন অব লেবার ইন সোসাইটি

২) দ্য রুলস অব সোসিওলজিকাল মেথড

৩) সুইসাইড

৪) দ্য এলিমেন্টারী ফর্মস অব রিলিজিয়াস লাইফ

৫) সোসিওলজি অ্যান্ড ফিলসফি

অনুশীলনী -১

১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

(ক) ডুর্খাইম ১৮৮৭ সালে —— বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন।

(খ) ডুর্খাইম যে —— টি সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন সেটি পরবর্তীকালে 'দ্য ডিভিসন অব লেবার ইন সোসাইটি' নামে প্রকাশিত হয়।

(গ) ১৮৯৮ সালে ডুর্খাইম '——' নামে একটি বৈজ্ঞানিক সাময়িকপত্র নিজের সম্পাদনায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

(ঘ) ১৯০২ সালে ডুর্খাইম সমাজতত্ত্ব ও —— -র একটি নবসৃষ্ট অধ্যাপকপদে যোগ দেন।

(ঙ) ডুর্খাইমের চতুর্থ বিখ্যাত গ্রন্থ ১৯১২ সালে '——' নামে প্রকাশিত হয়।

৬.৩.১ সামাজিক বস্তুসত্য

ডুর্খাইম মনে করতেন যে একটি বিষয়গত (objective) বিজ্ঞান হিসাবে অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির আদলে সমাজতত্ত্বের গড়ে ওঠা সম্ভব এবং গড়ে ওঠা উচিত। এধরনের সমাজতত্ত্বের গড়ে তোলার জন্য দুটি বিষয়ের প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ এই বিজ্ঞানটির আলোচ্য বিষয় সুনির্দিষ্ট হবে এবং অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির আলোচ্য বিষয়ের থেকে তার পার্থক্য থাকবে। দ্বিতীয়ত অন্যান্য বিজ্ঞানের বিষয়াদির মত এই সমাজতত্ত্বের বিষয়ও পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যার উপযোগী হবে। 'সামাজিক বস্তুসত্য' বা 'সামাজিক ঘটনা' (social fact)-র ধারণার মধ্যে ডুর্খাইম বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বের উপযুক্ত এই বিষয়টিকে খুঁজে পান। তিনি মনে করতেন যে সামাজিক ঘটনাগুলি হ'ল নিজস্ব বা অনন্য ধরনের (sui generis) বাস্তবতা। ডুর্খাইমের মতে, একটি সামাজিক ঘটনা অন্য একটি সামাজিক ঘটনার ফল তা কখনই ব্যক্তি-মনস্তত্ত্বের ফল নয়। এমনকি জৈব বা অর্থনৈতিক কারণও সামাজিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। সামাজিক বস্তুসত্যকে একমাত্র সামাজিক কারণ দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়। সামাজিক ঘটনাগুলির বিশেষ কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও বাধ্যবাধকতা আছে। এগুলি বহুযুগ ধরে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জীবৎকাল পেরিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক ঘটনাবলীকে পদার্থ বা বস্তু হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এটাই হ'ল সামাজিক বস্তুসত্য। অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে আমাদের মনে যে বিষয়ীগত (subjective) ও অস্পষ্ট ধারণা আছে তা থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। বস্তুর বিষয়গত অস্তিত্ব থাকে যা ব্যক্তিনিরপেক্ষ, যা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে একইভাবে প্রতিভাত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে যার অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বদলে যায় না। সামাজিক ঘটনাবলীকেও এইরকম বিষয়গত, সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত, বহির্গত ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞাতব্য অস্তিত্ব হিসাবে দেখতে হবে। সামাজিক ঘটনাবলীকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করবে না। সামাজিক বস্তুসত্যের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব এবং দেওয়া উচিত।

সামাজিক বস্তুসত্য বা ঘটনা বলতে ডুর্খাইম যৌথভাবে কাজ করা, চিন্তা করা এবং অনুভব করার পদ্ধতিসমূহকে বুঝিয়েছেন যাদের মধ্যে ব্যক্তি-চেতনার বহির্গত অস্তিত্বের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। সামাজিক বস্তুসত্যের দু'টি নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে ঃ—

(১) সামাজিক বস্তুসত্য ব্যক্তি-চেতনার বহির্গত। অর্থাৎ ব্যক্তির উপলব্ধির উপর সামাজিক ঘটনাবলীর অস্তিত্ব নির্ভর করে না। অতএব আইনের মত বিভিন্ন সামাজিক বস্তুসত্যের ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। ব্যক্তি এদের কিভাবে গ্রহণ করল না করল তা দিয়ে এদের অস্তিত্ব প্রভাবিত হয় না।

(২) সামাজিক বস্তুসত্য ব্যক্তির আচরণের উপর বাধ্যবাধকতা বিস্তারে সক্ষম, অর্থাৎ ব্যক্তির আচরণ সামাজিক ঘটনাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক বস্তুসত্যের অস্তিত্বের জন্যই ব্যক্তি নির্দিষ্ট ধরনের সামাজিক আচরণ করতে বাধ্য হয়। সামাজিক বস্তুসত্যের দমনমূলক ক্ষমতা আছে। ফলে সামাজিক ঘটনাবলীকে অগ্রাহ্য করে ব্যক্তির পক্ষে তার খুশিমতো কিছু করা সম্ভব নয়। যেমন শাস্তির ভয়ে কেউ সচরাচর দেশের প্রচলিত আইন ভঙ্গ করতে সাহস করে না।

ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক বস্তুসত্যকে অন্তর্দর্শনের দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায় না। সেজন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। ধর্মীয় আনুগত্য, সামাজিক নৈতিকতা, বৈবাহিক অবস্থান, আত্মহত্যার হার, অর্থনৈতিক পেশা ইত্যাদির মত বহির্গত ও দৃষ্টিগোচর বিষয়গুলিকে পর্যবেক্ষণ করে সামাজিক ঘটনাবলীর ধারণা লাভ করা সম্ভব।

ডুর্খাইমের মত, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি হ'ল প্রকৃত অর্থে বস্তুসত্য, কারণ তারা ব্যক্তির অস্তিত্বের বাইরে বিরাজ করে এবং যারা এই প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্য তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক সমাজতত্ত্ববিদ সমাজতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠান সমূহের বিজ্ঞান হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই অর্থে সমাজতত্ত্ব হ'ল প্রধানত সামাজিক বস্তুসত্যসমূহের বিজ্ঞান এবং এদের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভই হ'ল সমাজতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য। ডুর্খাইম বলেছেন যে, সামাজিক ঘটনাবলীকে ধারণা হিসাবে নয়, অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় বা বস্তুসত্য হিসাবে বুঝতে হবে। ডুর্খাইমের ভাষায় বস্তুর মধ্যে সমস্ত জ্ঞানের অধিগম্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত যেগুলিকে নিছক মানসিক প্রক্রিয়া দ্বারা বোঝা যায় না, যেগুলির ধারণা লাভের জন্য মনের বহির্গত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ তথ্যের প্রয়োজন, যেগুলি অত্যন্ত বাহ্যিক ও তাৎক্ষণিকভাবে অধিগম্য বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে গড়ে ওঠে, ততটা দৃষ্টিগোচর নয় এরকম এবং অধিকতর নিগূঢ় বৈশিষ্ট্যসমূহে পরিণত হয়।

ডুর্খাইমের মতে, সমাজ-বাস্তবতার সঠিক প্রকাশ ব্যক্তির মধ্যে নয়। গোষ্ঠীর মধ্যেই ঘটে। অতএব সামাজিক ঘটনাবলীর দেখা মেলে গোষ্ঠীর মধ্যে, ব্যক্তির মধ্যে নয়। সামাজিক ঘটনাবলীর ব্যক্তির উপর প্রভাববিস্তারপূর্বক তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলত এদের চরিত্র ব্যক্তিগত ঘটনাবলী থেকে পৃথক। আমরা আমাদের অভ্যাস, আবেগ ও প্রবৃত্তি দমন করতে পারি কারণ এগুলি কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) পদ্ধতিতে বিচরণ করে এবং প্রবলতর চাপের দ্বারা প্রতিহত হয়। কিন্তু সামাজিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি হ'ল কেন্দ্রাভিগ (centripetal) এদের প্রভাব বাইরের থেকে ব্যক্তির উপর আরোপিত হয়। ফলে এদের আটকানো যায় না, বরং এরা ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবুও ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক ঘটনাবলী, বিশেষত নৈতিক বিধিগুলি সত্যকারের কার্যকরী তখনই হয় যখন তারা ব্যক্তি, নিরপেক্ষভাবে বিরাজ করলেও ব্যক্তি তাদের নিজের চেতনার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ডুর্খাইম 'নিয়ন্ত্রণ' বলতে বুঝিয়েছেন বিধি মেনে চলার নৈতিক দায়িত্ব। সমাজ একই সাথে আমাদের বাইরে ও ভিতরে বিদ্যমান। একমাত্র সামাজিক চাহিদা লঙ্ঘিত হলেই আইনগত বা প্রথাগত নিয়ন্ত্রণকে কাজে লাগানো হয়। অতএব ডুর্খাইমের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সামাজিক বস্তুসত্যের এভাবে সংজ্ঞা নির্ধারন করা যায় যে, এগুলি হ'ল কার্য করার নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট পদ্ধতিসমূহ যেগুলি ব্যক্তির উপর বহির্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপে সক্ষম।

অনুশীলনী -২

১। নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) ডুর্খাইমের মতে, অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির আদলে সমাজতত্ত্বের গড়ে ওঠা সম্ভব নয়।

(খ) ডুর্খাইমের মতে, জৈব বা অর্থনৈতিক কারণও সামাজিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

(গ) ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক ঘটনাবলীকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করে।

(ঘ) সামাজিক বস্তুসত্য ব্যক্তিচেতনায় বহির্গত।

(ঙ) ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক বস্তুসত্যকে অন্তর্দর্শনের দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়।

(চ) ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি হ'ল প্রকৃত অর্থে বস্তুসত্য।

(ছ) সামাজিক ঘটনাবলী কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) পদ্ধতিতে বিচরণ করে।

২) শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ

(ক) ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক ঘটনাগুলি হ'ল নিজস্ব বা অনন্য ধরনের ——।

(খ) সামাজিক বস্তুসত্য ব্যক্তির আচরণের উপর —— বিস্তারে সক্ষম।

(গ) অনেক সমাজতত্ত্ববিদ সমাজতত্ত্বকে ——— বিজ্ঞান হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

(ঘ) ডুর্খাইম বলেছেন যে, সামাজিক ঘটনাবলীকে ——— হিসাবে নয়, অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় বা বস্তুসত্য হিসাবে বুঝতে হবে।

(ঙ) ডুর্খাইমের মতে, সমাজবাস্তবতার সঠিক প্রকাশ —— মধ্যে নয়, —— মধ্যে ঘটে।

৬.৩.২ শ্রমবিভাগ

'দ্য ডিভিসন অব লেবার ইন সোসাইটি' নামক গ্রন্থটিতে ডুর্খাইম ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, সামাজিক ঐক্যের রকমফের, বিভিন্ন ধরনের সমাজব্যবস্থা, সমাজের ঐক্য রক্ষায় ও মূল্যবোধ স্থাপনে আইনের ভূমিকা প্রভৃতি ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। শ্রমবিভাগ হ'ল এই বইটির কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ। ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক ঐক্যের ভিত্তি হল শ্রমবিভাগ, বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা স্থাপন করে শ্রমিবিভাগ সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। শ্রমবিভাগের মাধ্যমে সামাজিক কার্যগুলি সাধিত হয় এবং সামাজিক প্রয়োজন মেটে। শ্রমবিভাগই হল সভ্যতার বনিয়াদ। শ্রমবিভাগ সামাজিক নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত করে। এর মাধ্যমে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে, অসম প্রকৃতির লোকেরা একত্রিত হয় এবং বৈচিত্র্যের মাধ্যমে ঐক্য সাধিত হয়। বন্ধুত্বের বন্ধনে এবং পারিবারিক সম্পর্কেও শ্রমবিভাগের প্রভাব পড়ে।

ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক ঐক্য দু'প্রকার— যান্ত্রিক ঐক্য (mechanical solidarity) ও জৈব ঐক্য (organic Solidarity)। যান্ত্রিক ঐক্য হ'ল সাদৃশ্যমূলক ঐক্য। আদিম সমাজে এই ধরনের ঐক্যের দেখা মেলে। ডুর্খাইম বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত এই আদিম সমাজের নাম দিয়েছেন 'খণ্ডিত সমাজ' (segmental society)। এখানে ব্যক্তিরা একই ধরনের মূল্যবোধে বিশ্বাস করে, একই ধরনের আবেগ অনুভব করে। একই ধরনের বস্তুকে পবিত্র জ্ঞান করে এবং মানসিকভাবে নিজেদের মধ্যে সাদৃশ্য অনুভব করে, বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনচর্যায় এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকে না। এখানে বৃত্তি বা পেশাগুলি নির্দিষ্ট না হওয়ার জন্য শ্রমবিভাগ অনুপস্থিত বা নিম্নমাত্রায় উপস্থিত। এখানে জনসম্প্রদায়গুলি পরস্পরের অনুরূপ।

জৈব ঐক্য হ'ল বৈসাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক্য। উন্নত শিল্পনির্ভর আধুনিক সমাজে—যে সমাজকে ডুর্খাইম 'পৃথকীকৃত সমাজ' (differentiated society) বলেছেন—এই ধরনের ঐক্য দেখা যায়। এই সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মানসিক ও নৈতিক সাদৃশ্য কমে যায়, তাদের জীবনচর্যায় পার্থক্য দেখা যায়। ফলত তারা আর একরকম থাকে না, ভিন্ন চরিত্র অর্জন করে। উন্নত সমাজে বৃত্তিগুলি নির্দিষ্ট ও পৃথক হয়ে ওঠে। এখানে উন্নত ও জটিল ধরনের শ্রমবিভাগ সংগঠিত হয়, বিশেষজ্ঞের আবির্ভাব ঘটে। সমাজের বিভিন্ন অংশের পরস্পর নির্ভরশীলতার উপর জৈব ঐক্য গড়ে ওঠে।

ডুর্খাইম বলেছেন যে, তিনটি সামাজিক উপাদানের দ্বারা শ্রমবিভাগের প্রবর্তন ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই তিনটি উপাদান হ'ল সমাজের আয়তন, সমাজের পার্থিব ঘনত্ব ও সমাজের নৈতিক ঘনত্ব (the volume, the material density and the moral density of the society)। সমাজের আয়তন নির্ভর করে জনসংখ্যার উপর এবং সমাজের পার্থিব ঘনত্ব বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে আপেক্ষিক জনসংখ্যা। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সামাজিক যোগাযোগের তীব্রতাকে ডুর্খাইম সমাজের নৈতিক ঘনত্ব বলেছেন। শহর গড়ে ওঠার সাথে সাথে এবং যাতায়াত ও যোগাযোগের সুযোগ বাড়ার সাথে সাথে জনসংখ্যা বাড়ে। সমাজের ঘনীভনব (conden station) ঘটে এবং তারই সাথে সাথে সামাজিক আদানপ্রদানের তীব্রতা বেড়ে যায়। ফলে শ্রমবিভাগের প্রয়াজন দেখা দেয়।

সমাজের আয়তন ও ঘনত্ব বাড়ার সাথে সাথে যেসব সমস্যার উদ্ভব ঘটে সেগুলি সমাধানের উপায় হিসাবে শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হয়। এ সময়ে বহু লোক এক জায়গায় জড় হয় এবং সীমিত সম্পদের অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। বাঁচার লড়াই তীব্রতর হয়। এসময়ে শ্রমবিভাগ এই প্রতিযোগিতা হেতু উদ্ভূত বিরোধকে নিয়ন্ত্রিত ও স্তিমিত করতে সাহায্য করে। যখন ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হয় তখন বিরোধের সম্ভাবনা কমে। প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে একই উপজীবিকায় নিযুক্ত কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে। শিক্ষকের সাথে ব্যবসায়ীর বিরোধ থাকে না, ডাক্তারের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারের বিরোধ বাধে না, কামারের সাথে রাজমিস্ত্রীর বিরোধ থাকে না। যেহেতু তারা ভিন্ন ভিন্ন পেশায় লিপ্ত থাকে, তাদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব হয়। ফলে সামাজিক প্রতিযোগিতার তীব্রতা কমে এবং সামাজিক ঐক্য দৃঢ় হয়। এজন্য ডুর্খাইম বলেছেন যে মানবীয় সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শকে কেবল শ্রমবিভাগের অগ্রগতির সাথে সমানুপাতেই চরিতার্থ করা সম্ভব।

ডুর্খাইম আইনের সামাজিক ভূমিকা এবং বিভিন্ন সমাজে তার বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, আইন দু'ধরনের—দমনমূলক ও সংশোধনমূলক। যান্ত্রিক ঐক্যের উপর নির্ভরশীল আদিম সমাজের দমনমূলক আইনের প্রাধান্য ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল শাস্তিদান করা। কোন সামাজিক বিধির লঙ্ঘন ঘটলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হ'ত। বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই সমাজের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য সুনিশ্চিত করা হ'ত। অন্যদিকে সংশোধনমূলক আইনের উদ্দেশ্য হ'ল একটা ভুল হয়ে থাকলে তা সংশোধন করা। জৈব ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সমাজে আইন মূলত সংশোধনমূলক। এখানে শ্রমবিভাগের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য সুনিশ্চিত করার উদ্যোগ দেখা যায়। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জন্য ব্যক্তি এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজের প্রতি আনুগত্য জানায়। ফলে উন্নত সমাজে আইনের নির্মমতা হ্রাস পায়। এখানে যেটুকু বিচ্যুতি ঘটে তা সংশোধনমূলক আইনের প্রয়োগ করে ঠিক করে নেওয়া হয়।

ডুর্খাইম শ্রমবিভাগের দু'ধরনের বিকৃতি রূপের কথা বলেছেন— 'নিঃসঙ্গতাবর্ধক শ্রমবিভাগ' (anomic division of labour) এবং 'বাধ্যতামূলক শ্রমবিভাগ' (forced division of labour)। শিল্পে অতিরিক্ত বিশেষীকরণ হলে শ্রমিকরা পরিচালন ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। একে নিঃসঙ্গতাবর্ধক শ্রমবিভাগ বলে। আর যখন ব্যক্তিরা নিজেদের প্রবণতা অনুযায়ী জীবিকা বেছে নিতে পারে না, বরং একটি জীবিকায় প্রবেশ করতে বাধ্য হয়, তখন তাকে বাধ্যতামূলক শ্রমবিভাগ বলা হয়। এতে ব্যক্তির স্বাভাবিক গুণাবলী যোগ্য স্বাকৃতি লাভ করে না এবং ব্যক্তির মর্যাদা তার গুণাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না।

অনুশীলনী - ৩

১) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) ডুর্খাইমের মতে, যান্ত্রিক ঐক্য হ'ল বৈসাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ঐক্য।

(খ) ডুর্খাইমের মতে, খন্ডিত সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনচর্যায় উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকে না।

(গ) ডুর্খাইমের মতে, সমাজের পার্থিব ঘনত্ব নির্ভর করে জনসংখ্যার উপর।

(ঘ) ডুর্খাইমের মতে, জৈব ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে আইন মূলত দমনমূলক।

(ঙ) ডুর্খাইমের মতে, নিঃসঙ্গতাবর্ধক শ্রমবিভাগের ফলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়।

(২) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

(ক) বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা স্থাপন করে শ্রমবিভাগ সমাজে —— প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে।

(খ) ডুর্খাইম উন্নত শিল্পনির্ভর আধুনিক সমাজের নাম দিয়েছেন —— সমাজ।

(গ) সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সামাজিক যোগাযোগের তীব্রতাকে ডুর্খাইম সমাজের —— —— বলেছেন।

(ঘ) সমাজের আয়তন ও ঘনত্ব বাড়ার সাথে সাথে যেসব সমস্যার উদ্ভব ঘটে সেগুলির সমাধানের উপায় হিসাবে —— প্রবর্তিত হয়।

৬.৩.৩ আত্মহত্যা

ডুর্খাইম তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ 'সুইসাইড'-এ আত্মহত্যা নামক সামাজিক ঘটনার সামাজিক কারণ নির্দেশের চেষ্টা করেছেন। ডুর্খাইম তাঁর পূর্বসূরীদের প্রদত্ত আত্মহত্যার মনস্তাত্ত্বিক, সৌজাত্যবিদ্যাগত (eugenics) জীবতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক তত্ত্বসমূহ খণ্ডন করেন। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনুসারে আত্মহত্যার কারণ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মানসিক প্রবণতা এবং ব্যক্তির ব্যর্থতা-হতাশা-বিষাদবোধ। ডুর্খাইম দেখান যে, ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে স্নায়বিক ব্যাধিগ্রস্ত লোক বা পাগলের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে আত্মহত্যার উদাহরণ বিরল। অতএব মানসিক কারণে আত্মহত্যা ঘটে এই যুক্তি দাঁড়ায় না। ডুর্খাইমের আগে একদল সৌজাত্যবিদ আবার এই ধারণা গড়ে তোলেন যে, আত্মহত্যার প্রবণতা বংশগত। এই মতবাদকেও ডুর্খাইম খণ্ডন করেন। তাঁর দ্বারা সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় যে, আত্মহত্যার হার বয়স্ক লোকেদের মধ্যে বেশি। ডুর্খাইম প্রশ্ন তোলেন যে, আত্মহত্যার প্রবণতা বংশগত হলে বেশি বয়সী লোকেদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি হবে কেন ? বংশগত আত্মহননের প্রবণতা তো কম বয়সেই প্রকাশ পেতে পারে।

বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহপূর্বক ডুর্খাইম আত্মহত্যার প্রবণতার একটি সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে, আত্মহত্যার প্রবণতা বিশেষ সামাজিক পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠে। ডুর্খাইম তিন ধরনের আত্মহত্যার কথা উল্লেখপূর্বক প্রত্যেকটির সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এগুলি হ'ল- (১) আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা (egoistic suicide) (২) পরার্থে আত্মহত্যা (altruistic suicide) এবং (৩) নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা (anomic suicide)।

(১) আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা— এই ধরনের আত্মহত্যা ঘটে গোষ্ঠীর সাথে ব্যক্তির সাযুজ্যের অভাবে। কোন ব্যক্তি যখন অতিরিক্ত পরিমাণে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, যখন গোষ্ঠীর সাথে সে একাত্ম হতে পারে না, যখন সে চারপাশের লোকেদের থেকে মনের দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়, ডুর্খাইম বিভিন্ন ধর্মীয়, পারিবারিক, রাজনৈতিক ও জাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ঐক্যের তারতম্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেই ঐক্যের হারের সাথে আত্মহত্যার হারের হ্রাস-বৃদ্ধির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। যেমন তিনি দেখিয়েছেন যে ক্যথলিক খ্রীষ্টানদের মধ্যে আত্মহত্যার হার প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টানদের থেকে অনেক কম। প্রোটেস্টান্ট ধর্মবিশ্বাসে স্বাধীন চিন্তাকে উৎসাহিত করে, অতিরিক্ত ব্যক্তি স্বাধীনতা দেয়, যৌথভাবে পোষণীয় বিশ্বাস ও পালনীয় আচরণপদ্ধতি সেভাবে গড়ে তোলে না। ক্যাথলিকদের ধর্মবিশ্বাসে কিন্তু ঠিক এর বিপরীত প্রবণতাগুলি লক্ষ্য করা যায়। ডুর্খাইমের মতে, গোষ্ঠীর থেকে ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতার জন্য প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে আত্মহত্যা বেশি ঘটে এবং ঠিক এর বিপরীত কারণে ক্যাথলিকদের মধ্যে আত্মহত্যার হার তুলনামূলকভাবে কম। ডুর্খাইম আরও দেখিয়েছেন যে, অবিবাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে ও ছোট পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আত্মহত্যার

প্রবণতা যথাক্রমে বিবাহিত ব্যক্তিদের ও বড় পরিবারের সদস্যদের থেকে বেশি। ডুর্খাইমের মতে, জীবনের ভার দুর্বহ হলেই লোকে আত্মহত্যা করে না। বরং বিভিন্ন সম্পর্কের বন্ধনজনিত জীবনের গুরুদায়িত্ব যত বাড়ে, আত্মহত্যার প্রবণতাও তত কমে।

(২) **পরার্থে আত্মহত্যা** ঃ এই ধরনের আত্মহত্যা আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। পরার্থে আত্মহত্যার কারণ হ'ল গোষ্ঠীর সাথে ব্যক্তির অধিক মাত্রায় একাত্মতাসাধন। সমাজের আদর্শ ও মূল্যমান এদের মধ্যে এমনভাবে অনুপ্রবেশ করে যে সমাজের প্রয়োজনে এবং সমাজের আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে এরা দরকার হ'লে আত্মহত্যাও করতে পারে। এই পরার্থে আত্মহত্যা সব সময়ই পরের উপকার সাধনের জন্য সংঘটিত নাও হতে পারে, কিন্তু তা সব সময়ই সমাজের নির্দিষ্ট আদর্শ ও মূল্যমান অনুসরণ করতে গিয়ে ঘটে থাকে। ভারতের সতীদাহপ্রথা অথবা রাজার মৃত্যুর পর তার সহচর ও ভৃত্যদের আত্মহত্যার প্রথা হ'ল পরার্থে আত্মহত্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এছাড়াও ডুর্খাইম পরার্থে আত্মহত্যার উদারণ হিসাবে জাপানী হারাকিরি প্রথা, হিন্দু সাধকদের ঈশ্বরলাভের জন্য সমাধিস্থ অবস্থায় আত্মবিসর্জন দেওয়ার প্রথা এবং সেনাদলের আত্মোৎর্গকারী বাহিনীর দ্বারা শত্রুর ক্ষতিসাধন করার জন্য স্বেচ্ছায় আত্মবলিদানের কথা বলেছেন।

(৩) **নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা** ঃ এই ধরনের আত্মহত্যার ঘটনা তখনই বাড়ে যখন হঠাৎ ঘটা সমৃদ্ধি অথবা দুর্যোগের ফলে সামাজিক ভারসাম্যের কোন পরিবর্তন হয়। অর্থনৈতিক দুর্যোগের সময়ে, শিল্পে মন্দা দেখা দিলে, মূল্যবৃদ্ধির সময়ে অথবা অর্থনৈতিক অতি সমৃদ্ধির সময়ে বা শেয়ার বাজারে তেজীভাব দেখা দিলে সমানভাবে নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা ঘটতে পারে। যখন বহু লোকের মাত্রাতিরিক্ত দুর্ভোগ দেখা দেয় তখন এ ধরনের আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ে। আবার যখন কিছু লোকের হাতে অতিরিক্ত পরিমাণে ধনাগম হয় তখনও এধরনের আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের হঠাৎ ঘটা পরিবর্তনের সময়ে সামাজিক নীতিবোধের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমে যায়। মানুষের মনে যখন এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে যে, সামাজিক মূল্যবোধগুলোর আর কোন গুরুত্ব বা তাৎপর্য নেই তখন এই ধরনের আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়তে থাকে। অবস্থা এমন যে, পুরনো নীতিগুলি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে, কিন্তু যুগোপযোগী নতুন নীতিগুলি তখনও গড়ে ওঠেনি। মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অপরিমিতি হয়ে ওঠার ফলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অকার্যকারী হয়ে পড়ে। কিংবা মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা শোচনীয়ভাবে বিপর্যস্ত হয় এবং সে তার মনের চাহিদার সাথে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়। ফলে আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ে। আত্মহত্যার কারণ হিসাবে ডুর্খাইম অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের মত পারিবারিক নৈরাজ্যেরও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে বিবাহবিচ্ছিন্ন এবং হঠাৎ বিধবা বা বিপ-ীক হয়ে পড়া ব্যক্তিদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

উপরোক্ত তিন ধরনের আত্মহত্যার বিশ্লেষণের পর ডুর্খাইম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে আত্মহত্যা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় ; নানারকম সামাজিক কারণে লোকে আত্মহত্যা করে। ডুর্খাইম তুলনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে তাঁর আত্মহত্যা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলির বাস্তব সমর্থন খুঁজেছেন এবং তাঁর তত্ত্বকে অনেকটা গ্রহণীয় করে তুলেছেন। ডুর্খাইম বলেছেন, "আত্মহত্যা একটি ব্যক্তিগত বিষয় যার কারণগুলি অবশ্যই সামাজিক।"

অনুশীলনী - ৪

১) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) ডুর্খাইম এর ধারণা সমর্থন করেন যে, আত্মহত্যার কারণ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মানসিক প্রবণতা এবং ব্যক্তির ব্যর্থতা-হতাশা-বিষাদবোধ।

(খ) ডুর্খাইম কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় যে আত্মহত্যার হার বয়স্ক লোকেদের মধ্যে বেশি।

(গ) ডুর্খাইম দেখিয়েছেন যে, ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের মধ্যে আত্মহত্যার হার প্রোটেস্টান্ট খ্রীষ্টানদের থেকে কম।

(ঘ) ডুর্খাইমের মতে, জীবনের ভার দুর্বহ হলেই লোকে আত্মহত্যা করে।

(ঙ) ডুর্খাইমের মতে, পরার্থে আত্মহত্যা সব সময়েই পরের উপকার সাধনের জন্য সংঘটিত নাও হতে পারে।

(চ) ডুর্খাইমের মতে, অর্থনৈতিক দুর্যোগের সময়ে অথবা অর্থনৈতিক অতি সমৃদ্ধির সময়ে সমভাবে নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা ঘটতে পারে।

(ছ) ডুর্খাইম তাঁর আত্মহত্যার তত্ত্বকে বিশেষ গ্রহণযোগ্য ভাবে উপস্থাপন করতে পারেননি।

২) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ—

(ক) পরার্থে আত্মহত্যার একটি উদাহরণ হল জাপানী —— প্রথা।

(খ) নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যার কারণ হিসাবে ডুর্খাইম অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের মত —— নৈরাজ্যেরও উল্লেখ করেছেন।

৬.৩.৪ ধর্ম ও সমাজ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের মনে বৈজ্ঞানিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। ফলে সে প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাসগুলিকে সন্দেহের চোখে দেখতে শেখে। যুক্তিবাদী ও সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে ডুর্খাইম বুঝতে পারেন যে, পুরনো ধর্মগুলি বৈজ্ঞানিক চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে সেগুলি আর মানুষকে আকর্ষণ করতে পারছে না। এ কারণে তিনি ধর্মের এক নতুন সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, ''Religion's interest are merely the symbolic forms of social and moral interests.'' (ধর্মীয় আগ্রহের বিষয়গুলি বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক আগ্রহের বিষয়ের প্রতীকরূপে উপস্থাপনা মাত্র)।

ডুর্খাইম তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দ্য এলিমেন্টারি ফর্মস্ অব রিলিজিয়াস লাইফ'-এ ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। 'আরুন্টা' (Arunta) নামক অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের ধর্মীয় আচরণের উপর ভিত্তি করে এই পুস্তক লেখা হয়েছে। ডুর্খাইমের মতে, আদিম মানবগোষ্ঠীর অপরিবর্তিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্লেষণ করলেই ধর্মের সত্যকার প্রকৃতি ও লক্ষ্য বোঝা যায়।

ম্যাক্স হ্বেবারের মতে, প্রকৃতিপূজা বা প্রকৃতির শক্তিগুলির উপাসনা ধর্মের অন্যতম মূল উপজীব্য। ডুর্খাইম এর বিরোধতা করেন। এমনকি তাঁর মতে, ঈশ্বরে বিশ্বাস বা ঈশ্বর উপাসনাও ধর্মের মূল বিষয় নয়। কারণ বৌদ্ধ ধর্মে কনফিউসিয়াস প্রচারিত ধর্মে ঈশ্বর কোন স্থান লাভ করেননি। ডুর্খাইমের মতে, ধর্ম মানবসমাজকে অবলম্বন করেই প্রতিষ্ঠিত।

ডুর্খাইমের মতে, ধর্মের সারমর্ম হ'ল জগতের সমস্ত বিষয়বস্তুকে দু'ভাগে ভাগ করা—পবিত্র (sacred) এবং অপবিত্র (profane)। মানুষের নিত্যকার পার্থিব জীবন অপবিত্র বিষয়বস্তুতে ভরা, পবিত্র বিষয়াদি নিয়ে ধর্মের এলাকা গড়ে ওঠে। এর মধ্যে পড়ে কিছু পবিত্র বস্তু, তৎসংক্রান্ত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি। অপবিত্র যাতে হঠাৎ পবিত্রের এলাকায় ঢুকে না পারে সেজন্য পবিত্রকে আলাদা করে রাখা হয়। যেমন হিন্দুরা বাসি জামাকাপড় পড়ে অস্নাত অবস্থায় সাধারণত ঠাকুর ঘরে ঢোকে না। ধর্মের সংজ্ঞা দিয়ে ডুর্খাইম বলেছেন, ''A religon is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, things set apart and forbidden—beliefs and practices which unite into one single moral community called a church, all those who adhere to them.'' (ধর্ম হ'ল পবিত্র বিষয়াদি সংক্রান্ত, অর্থাৎ আলাদা করে রাখা ও নিষিদ্ধ বিষয়াদি সংক্রান্ত বিশ্বাস ও রীতিনীতির একটি সমন্বিত ব্যবস্থা — যেসব বিশ্বাস ও রীতিনীতি সমস্ত অনুগামীদের ধর্মসম্প্রদায় তথা একটি একক নৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করে)।

ডুর্খাইম টোটেম প্রথার উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের মধ্যে টোমেট প্রথা এই পবিত্র এলাকার সৃষ্টি করে। টোটেম হ'ল গোষ্ঠীপ্রতীক। বিভিন্ন ধরনের বস্তু—যেমন বৃক্ষ বা পশু-পক্ষী, কাঠের টুকরো, পালিশ করা র- ইত্যাদি টোমেট হিসাবে গৃহীত হয়। এই টোমেটগুলিকে পবিত্র বস্তু হিসাবে গণ্য করা হয়। আবার টোটেম প্রথা গোষ্ঠীর সদস্যপদের সাথে সম্পৃক্ত বলে তা আরুনটাদের মধ্যে সমাজবন্ধনেরও সৃষ্টি করে। ডুর্খাইম বলেছেন যে, টোটেম প্রথা কিছু পশু-পক্ষী বা বস্তুনিচয়ের উপাদান নয় বরং এ হ'ল এক ধরনের অনামা ও নৈর্ব্যক্তিক শক্তির উপাসনা, যে শক্তি এইসকল সত্তার প্রত্যেকটিতেই প্রকাশিত হয়, কিন্তু যা এগুলির সাথে অভিন্ন নয়।

ডুর্খাইমের মতে, টোটেম প্রথায় যে অনামা, নৈর্ব্যক্তিক, চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত শক্তির আরাধনা করা হয়—যা মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ হয়েও মানুষের কাছাকাছি, তা হ'ল প্রকৃতপক্ষে সমাজ। ডুর্খাইম বলেছেন যে, সমাজ আমাদের মধ্যে দৈবসত্তার অনুভূতি জাগ্রত করে এবং ধর্মীয় উপাসনার নামে মানুষ চিরকাল সমাজকেই শ্রদ্ধা জানিয়েছে। তাঁর মতে, সমাজের ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশই হ'ল ঈশ্বর।

ডুর্খাইমের মতে, বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতীক ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক সত্তা বলবান হয়ে ওঠে। এইসব প্রতীক ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর সাথে একাত্মতা অনুভব করে এবং ধর্ম টিকে থাকে ডুর্খাইমের মতে, তিন ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে- (১) নেতিবাচক, যেগুলি হ'ল আহার ও স্পর্শ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধিনিষেধ ; (২) নরনারীর মিলনসংক্রান্ত, যেগুলির উদ্দেশ্য হ'ল জন্মবৃদ্ধি এবং (৩) মৃত্যুসংক্রান্ত।

ডুর্খাইমের মতে, সমাজ এপর্যন্ত বহু ধর্ম ও দেবতার সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজন মত তা করবে। সমাজ বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের পোষকতা করে। এই সমাজই আবার উল্লাস ও উত্তেজনার মুহূর্তে নতুন ধরনের ধর্মবিশ্বাসের সূচনা করে। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানাদির সময়ে দেখা যায় যে উপাসকরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে একরকম আবেশমগ্ন হয়ে নৃত্যগীতাদি বা অন্যপ্রকার উল্লাস ও উত্তেজনাপূর্ণ কর্মাদি সম্পন্ন করে। এই সময়ে মানুষ তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বাইরে অন্য এক জগতে উপনীত নয়। ডুর্খাইম বলেছেন, আসলে মানুষ এসময়ে গোষ্ঠীর শক্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে ধর্মীয় উৎসবাদিতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই যৌথ ও পবিত্র আবেশ ও মগ্নতার সময়ে অনেক ক্ষেত্রে নতুন দেবতা ও ধর্মের সৃষ্টি হয়। ডুর্খাইম আধুনিক সমাজের ধর্মীয়-নৈতিক দ্বন্দ্বের সমাধানের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। ধর্ম সমাজের অপ্রত্যক্ষ উপাসনা মাত্র। অতএব যারা কোন বহির্গত নৈতিক শক্তির উপর আস্থাসীল তারা কোন ভ্রমের শিকার একথা বলা বিষয়টির অতি সরলীকরণ মাত্র। ডুর্খাইম এদের সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য বলে গণ্য করেছেন। সামাজিক ঐক্যের সৃজন, বলবৃদ্ধি ও সংরক্ষণ ধর্মের মূল কাজ। ডুর্খাইমের মতে, "Divinity is merely society transfigured and symbolically conceived." ("দৈবসত্তা হ'ল রূপান্তরিত ও প্রতীকের মাধ্যমে উপস্থাপিত সমাজই।") যে সকল দেবতাদের মানুষ যৌথভাবে উপাসনা করে তারা হ'ল সমাজের বিভিন্ন শক্তির প্রতীকরূপ মাত্র। অতএব ঐতিহ্যপূর্ণ ধর্মের বিলোপে সমাজের তেমন কোন অসুবিধা হবে না। বরং মানুষকে স্পষ্টভাবে সমাজের উপর তার নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করতে হবে যেটা সে আগে অস্পষ্টভাবে ধর্মের মাধ্যমে উপলব্ধি করত। শুধু সমাজের পবিত্র প্রতীকীকরণের প্রতিই— যেমন জাতীয় পতাকা বা জাতীয় সঙ্গীত—আধুনিক মানুষ শ্রদ্ধা জানাবে, কোন দৈবসত্তার প্রতি নয়। ডুর্খাইম এও বলেছেন যে, আমাদের ঈশ্বর ও সমাজের মধ্যে বেছে নিতে হবে।

অনুশীলনা - ৫

(১) নিচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক বা কোনটি ভুল ? ✓ অথবা × চিহ্ন দিয়ে উত্তর দিন।

(ক) ডুর্খাইমের মতে, আদিম মানবগোষ্ঠীর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্লেষণ করে আধুনিক কালে ধর্মের স্বরূপ বোঝা যায় না।

(খ) ডুর্খাইমের মতে, ঈশ্বরে বিশ্বাসও ধর্মের মূল বিষয় নয়।

(গ) ডুর্খাইমের মতে, ঈশ্বর হচ্ছেন সমাজের ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশ।

২) শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ—

(ক) ডুর্খাইম তাঁর 'দ্য এলিমেন্টারি ফর্মস্ অব রিলিজিয়াস লাইফ' লেখেন '———' নামক অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের ধর্মীয় আচরণকে ভিত্তি করে।

(খ) ম্যাক্স হ্বেবারের মতে, ——— ধর্মের মূল উপজীব্য।

(গ) ডুর্খাইমের মতে, ধর্মের সারমর্ম হ'ল জগতের সমস্ত বিষয়বস্তুকে ——— ও ——— এই দু'ভাগে ভাগ করা।

(ঘ) টোটেম হ'ল———।

(ঙ) ডুর্খাইমের মতে, তিন ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে — (১) নেতিচাবক ; (২) নরনারীর মিলনসংক্রান্ত এবং (৩) ———।

(চ) ডুর্খাইমের মতে, সমাজ এপর্যন্ত বহু ধর্ম ও ——— -র সৃষ্টি করেছে।

৬.৪ সারাংশ

ডুর্খাইমের মতে, বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বের উপযুক্ত পঠনীয় বিষয় হ'ল সামাজিক বস্তুসত্য বা সামাজিক ঘটনা। এগুলি হ'ল নিজস্ব বা অনন্য ধরনের বাস্তবতা। সামাজিক বস্তুসত্যকে একমাত্র সামাজিক কারণ দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় ; মনস্তাত্ত্বিক, জৈব বা অর্থনৈতিক কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় ন। ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক ঘটনাবলীকে বিষয়গত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পদার্থ বা বস্তু হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, যা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে একই রূপে প্রতিভাত হয়। এটাই হ'ল সামাজিক বস্তুসত্য। সামাজিক বস্তুসত্যের দু'টি নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য আছে— (১) সামাজিক বস্তুসত্য ব্যক্তিচেতনার বহির্গত, এবং (২) সামাজিক বস্তুসত্য ব্যক্তির আচরণের উপর বাধ্যবাধকতা বিস্তারে সক্ষম। বিভিন্ন বহির্গত ও দৃষ্টিগোচর সামাজিক বিষয়গুলিকে পর্যবেক্ষণ করে সামাজিক ঘটনাবলীর ধারণা লাভ করা সম্ভব। সামাজিক প্রতিষ্ঠাগুলি হ'ল প্রকৃত অর্থে বস্তুসত্য, কারণ তারা ব্যক্তির অস্তিত্বের বাইরে বিরাজ করে এবং যারা এই প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্য তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। সামাজিক ঘটনাবলীকে ধারণা হিসাবে নয়, অভিজ্ঞতালবদ্ধ বিষয় বা বস্তুসত্য হিসাবে বুঝতে হবে। সামাজিক ঘটনাবলীর প্রভাব বাইরের থেকে ব্যক্তির উপর আরোপিত হয়। তবুও ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক ঘটনাবলী, বিশেষতঃ নৈতিক বিধিগুলি তখনই সত্যকারের কার্যকরী হয় যখন তারা ব্যক্তি, নিরপেক্ষভাবে বিরাজ করলেও ব্যক্তি তাদের নিজের চেতনার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। ডুর্খাইমের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সামাজিক বস্তুসত্য হ'ল কার্য করার নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট পদ্ধতি যেগুলি ব্যক্তির উপর বহির্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপে সক্ষম। ডুর্খাইমের মতে, সামাজিক ঐক্যের ভিত্তি হ'ল শ্রমবিভাগ। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা স্থাপন করে শ্রমবিভাগ সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। ডুর্খাইম দু'ধরনের সামাজিক ঐক্যের কথা বলেছেন—যান্ত্রিক ঐক্য

ও জৈব ঐক্য। যান্ত্রিক ঐক্য হ'ল সাদৃশ্যমূলক ঐক্য। আদিম সমাজে ব 'খণ্ডিত সমাজে' এই ধরনের ঐক্যের দেখা মেলে। জৈব ঐক্য হ'ল বৈসাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ঐক্য। আধুনিক সমাজে ব্য 'পৃথকীকৃত সমাজে' এই ধরেনর ঐক্য দেখা যায়। উন্নত সমাজে বৃত্তিগুলি নির্দিষ্ট ও পৃথক হয়ে যায় বলে এখানে শ্রমবিভাগ সংঘটিত হয় এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে জৈব ঐক্য গড়ে ওঠে। সমাজের আয়তন বা জনসংখ্যা, সমাজের পার্থিব ঘনত্ব বা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে আপেক্ষিক জনসংখ্যা এবং সমাজের নৈতিক ঘনত্ব বা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সামাজিক যোগাযোগের তীব্রতার দ্বারা শ্রমবিভাগের প্রবর্তনকে ব্যাখ্যা করা যায়। শহর গড়ে ওঠার সাথে সাথে জনসংখ্যা বাড়ে এবং সামাজিক আদানপ্রদানের তীব্রতাও বেড়ে যায়। এসময়ে বহু লোক সীমিত সম্পদের অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। এই সমস্যার সমাধানের উপায় হিসাবে শ্রমবিভাগ প্রবর্তিত হয়। যখন ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হয়, তখন সবার সাথে সবার প্রতিযোগিতা বাধে না। তা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে একই উপজীবিকায় নিযুক্ত কিছু ব্যক্তির মধ্যে। ফলে প্রতিযোগিতার তীব্রতা কমে এবং সামাজিক ঐক্য দৃঢ় হয়। ডুর্খাইমের মতে, আদিম সমাজে দমনমূলক আইনের প্রাধান্য ছিল। বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই এখানে সমাজের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য সুনিশ্চিত করা হ'ত। কিন্তু আধুনিক সমাজে আইন মূলত সংশোধনমূলক। এখানে শ্রমবিভাগের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য সুনিশ্চিত হয়েছে। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জন্য ব্যক্তি এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজের প্রতি আনুগত্য জানায়। ফলে উন্নত সমাজের আইনের নির্মমতা হ্রাস পায়। ডুর্খাইম শ্রমবিভাগের দু'ধরনের বিকৃত রূপের কথাও বলেছেন—নিঃসঙ্গতাবর্ধক শ্রমবিভাগ এবং বাধ্যতামূলক শ্রমবিভাগ।

আত্মহত্যার আলোচনায় ডুর্খাইম তাঁর পূর্বসূরীদের প্রদত্ত আত্মহত্যার মনস্তাত্ত্বিক, সৌজাত্যবিদ্যাগত, জীবতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক তত্ত্বসমূহ খণ্ডন করেন। ডুর্খাইম দেখান যে, মানসিক কারণে বা বংশগত প্রবণতা অনুযায়ী লোকে আত্মহত্যা করে না। ডুর্খাইমের মতে, আত্মহত্যার প্রবণতা বিশেষ সামাজিক পরিমণ্ডলীতে গড়ে ওঠে। তিনি তিন ধরনের আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করে প্রত্যেকটির সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এগুলি হ'ল আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা, পরার্থে আত্মহত্যা ও নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা। যখন কোন ব্যক্তি অতিরিক্ত পরিমাণে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে এবং গোষ্ঠীর সাথে একাত্ম হতে পারে না তখন তাঁর মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়। একে ডুর্খাইম আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা বলেছেন। ডুর্খাইম দেখিয়েছেন যে, ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মাচরণগত পার্থক্যের কারণে পোটেস্টান্ট খ্রীষ্টানদের মধ্যে গোষ্ঠীর থেকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার হার ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের থেকে বেশি। ফলে প্রোটেস্টান্টরা বেশি পরিমাণে এবং তুলনামূলকভাবে ক্যাথলিকরা কম পরিমাণে আত্মহত্যা করে। পরার্থে আত্মহত্যার কারণ আবার হল গোষ্ঠীর সাথে ব্যক্তির অতিরিক্ত মাত্রায় একাত্মতাসাধন। সমাজের আদর্শ এদের মধ্যে এমনভাবে প্রবিষ্ট হয় যে সমাজের আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে এরা দরকার হলে আত্মহত্যাও করতে পারে। ভারতের সতীদাহ প্রথা অথবা রাজার মৃত্যুর পর তার সহচর ও ভৃত্যদের আত্মহত্যার প্রথা হ'ল পরার্থে আত্মহত্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ে হঠাৎ ঘটা সমৃদ্ধি অথবা দুর্যোগের সময়ে। অর্থনৈতিক দুর্যোগের সময়ে, শিল্পে মন্দ দেখা দিলে, মূল্যবৃদ্ধির সময়ে অথবা অর্থনৈতিক অতিসমৃদ্ধির সময়ে বা শেয়ার বাজারে তেজীভাব দেখা দিলে সমভাবে এধরনের আত্মহত্যা ঘটতে পারে। এইসব হঠাৎ ঘটা পরিবর্তনের সময়ে সামাজিক নীতিগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ে। উপরোক্ত তিন ধরনের আত্মহত্যার বিশ্লেষণের পর ডুর্খাইম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আত্মহত্যা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় ; নানারকম সামাজিক কারণে লোকে আত্মহত্যা করে।

যুক্তিবাদী ও সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে ডুর্খাইম বুঝতে পারেন যে, পুরনো ধর্মগুলি বৈজ্ঞানিক চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে সেগুলি আর মানুষকে আকর্ষণ করতে পারছে না। একারণে তিনি ধর্মের এক নতুন সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন যে, ধর্মীয় আগ্রহের বিষয়গুলি বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক আগ্রহের বিষয়ের প্রতীকরূপে উপস্থাপনা মাত্র। 'আরুন্টা' নামক অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের ধর্মীয় আচরণের উপর ভিত্তি করে ডুর্খাইম ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে, প্রকৃতিপূজা বা এমনকি ঈশ্বর উপাসনাও ধর্মের মূল কথা নয়। তিনি বলেন যে, ধর্মের সারমর্ম হ'ল জগতের সমস্ত বিষয়বস্তুকে পবিত্র ও অপবিত্র—এই দু'ভাগে ভাগ করা। মানুষের নিত্যকার পার্থিব জীবন অপবিত্র বিষয়বস্তুতে ভরা। পবিত্র বিষয়াদি—যার মধ্যে পড়ে কিছু পবিত্র বস্তু, তৎসংক্রান্ত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি এবং যেগুলিকে অপবিত্রের সংস্পর্শ থেকে আলাদা করে রাখা হয়—নিয়ে ধর্মের এলাকা গড়ে ওঠে। ডুর্খাইমের মতে, অস্ট্রেলীয় আদিবাসীদের মধ্যে টোটেম প্রথা এই পবিত্র এলাকার সৃষ্টি করে। টোটেম হ'ল গোষ্ঠীপ্রতীক। বৃক্ষ বা পশু-পক্ষী, কাঠের টুকরো, পালিশ করা র- ইত্যাদি টোটেম হিসাবে গৃহীত হয়। ডুর্খাইমের মতে, কিন্তু টোটেম প্রথা হ'ল এক অনামা ও নৈর্ব্যক্তিক শক্তির উপাসনা যা এইসকল বস্তু বা সত্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হলেও এগুলির সাথে অভিন্ন নয়। এই শক্তি হ'ল প্রকৃতপক্ষে সমাজ। সমাজের ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশই হ'ল ঈশ্বর। ডুর্খাইমের মতে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতীক ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর সাথে অভিন্নতা অনুভব করে। ডুর্খাইমের মতে সমাজ এপর্যন্ত বহু ধর্ম ও দেবতার সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজনমত তা করবে। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানাদির সময়ে দেখা যায় যে, উপাসকরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে এক প্রকার আবেশমগ্ন হয়ে নৃত্যগীতাদি বা অন্যান্য উল্লাস ও উত্তেজনাপূর্ণ কর্মাদি সম্পন্ন করে। ডুর্খাইমের মতে, আসলে মানুষ এ সময়ে গোষ্ঠীর শক্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে ধর্মীয় উৎসবাদিতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ধর্ম সমাজের অপ্রত্যক্ষ উপাসনা মাত্র। সামাজিক ঐক্যের সৃজন, বলবৃদ্ধি ও সংরক্ষণ হ'ল ধর্মের মূল কাজ। অতএব, ডুর্খাইমের মতে, ঐতিহ্যপূর্ণ ধর্মের বিলোপে সমাজের তেমন কোন অসুবিধা হবে না। বরং মানুষকে স্পষ্টভাবে সমাজের উপর তার নির্ভরশীলতা উপলব্ধি করতে হবে যেটা যে আগে অস্পষ্টভাবে ধর্মের মাধ্যমে উপলব্ধি করত। শুধু সমাজের পবিত্র প্রতীকীকরণের প্রতিই আধুনিক মানুষ শ্রদ্ধা জানাবে, কোন দৈবসত্তার প্রতি নয়।

৬.৫ অনুশীলনী

১) শ্রমবিভাগ সমাজে কি কার্যসাধন করে। দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

২) যান্ত্রিক ঐক্য ও জৈব ঐক্য কি কি ধরনের সমাজে দেখা যায়? দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৩) যে তিনটি সামাজিক উপাদান দ্বারা শ্রমবিভাগের প্রবর্তনকে ডুর্খাইম ব্যাখ্যা করেছেন, সেগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করুন। একশোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৪) ডুর্খাইমের অনুকরণে দু'ধরনের আইন নিয়ে আলোচনা করুন। দেড়শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৫) শ্রমবিভাগের দু'ধরনের বিকৃত রূপের সম্বন্ধে আলোচনা করুন। একশোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৬) ডুর্খাইম কিভাবে তাঁর পুর্বসূরীদের প্রদত্ত আত্মহত্যার বিভিন্ন ব্যাখ্যাসমূহ খন্ডন করেছেন? একশোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৭) আত্মকেন্দ্রিক আত্মহত্যা সম্বন্ধে আলোচনা করুন। দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৮) পরার্থে আত্মহত্যা সম্বন্ধে আলোচনা করুন। দেড়শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

৯) নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যা সম্বন্ধে আলোচনা করুন। দু'শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১০) আত্মহত্যা সম্বন্ধে ডুর্খাইমের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত কি? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১১) ডুর্খাইম কেন ধর্মের এক নতুন সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে উদ্যত হন? পঞ্চাশটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১২) ডুর্খাইম ধর্মের সারমর্ম বিষয়ক কি কি তত্ত্ব নাকচ করেন? ডুর্খাইমের মতে ধর্মের সারমর্ম কি? দেড়শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১৩) টোটেম প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করুন। একশোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১৪) ডুর্খাইমের মতে, সমাজ কিভাবে ধর্ম ও দেবতার সৃষ্টি করে? একশোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১৫) ডুর্খাইম কিভাবে তাঁর ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে আধুনিক সমাজের ধর্মীয় নৈতিক দ্বন্দ্বের সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন? দেড়শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১৬) 'সামাজিক বস্তুসত্য' বলতে ডুর্খাইম কি বুঝিয়েছেন? দেড়শোটি শব্দের মধ্যে উত্তর দিন।

১৭) সামাজিক বস্তুসত্যের কোন দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা ডুর্খাইম বলেছেন। একশোটি শব্দের মধ্যে উত্তরর দিন?

৬.৬ উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

১। (ক) বোরদো
(খ) গবেষণাপত্র
(গ) 'L' Annee Sociologique
(ঘ) শিক্ষা
(ঙ) দ্য এলিমেন্টারি ফর্মস্ অব রিলিজিয়াস লাইফ

অনুশীলনী -২

১) (ক) ×
(খ) ✓
(গ) ×
(ঘ) ×
(ঙ) ✓

২) (ক) ঐক্য

(খ) পৃথকীকৃত

(গ) নৈতিক ঘনত্ব

(ঘ) শ্রমবিভাগ

অনুশীলনী - ৩

১) (ক) ×

(খ) ✓

(গ) ×

(ঘ) ✓

(ঙ) ×

(চ) ✓

(ছ) ×

২) (ক) বাস্তবতা

(খ) বাধ্যবাধকতা

(গ) প্রতিষ্ঠানসমূহের

(ঘ) ধারণা

(ঙ) ব্যক্তির গোষ্ঠীর

অনুশীলনী - ৪

১) (ক) ×

(খ) ✓

(গ) ✓

(ঘ) ×

(ঙ) ✓

(চ) ✓

(ছ) ×

২) (ক) হারাকিরি

(খ) পারিবারিক

অনুশীলনী - ৫

১) (ক) ×

(খ) ✓

(গ) ✓

২) (ক) আরুন্টা

(খ) প্রকৃতিপূজা

(গ) পবিত্র অপবিত্র

(ঘ) গোষ্ঠীপ্রতীক

(ঙ) মৃত্যুসংক্রান্ত

(চ) দেবতা

অনশীলনী

১) ৬.৩.২ অংশের প্রথম ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ দুটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) শ্রমবিভাগের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্যপ্রতিষ্ঠা।

(খ) শ্রমবিভাগের দরুন প্রতিযোগিতা হেতু উদ্ভূত বিরোধের হ্রাস।

২) ৬.৩.২ অংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ দুটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) যান্ত্রিক ঐক্যভিত্তিক খণ্ডিত সমাজের বিবরণ

(খ) জৈব ঐক্যভিত্তিক পৃথকীকৃত সমাজের বিবরণ।

৩) ৬.৩.২ অংশের চতুর্থ পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) সমাজের আয়তন

(খ) সমাজের পার্থিব ঘনত্ব

(গ) সমাজের নৈতিক ঘনত্ব

(ঘ) নগরায়ন ও সমাজের ঘনীভবন

৪) ৬.৩.২ অংশের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) আদিম সমাজ ও দমনমূলক আইন

(খ) উন্নত সমাজ ও সংশোধনমূলক আইন

৫) ৬.৩.২ অংশের শেষ পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) নিঃসঙ্গতাবর্ধক শ্রমবিভাগ

(খ) বাধ্যতামূলক শ্রমবিভাগ

৬) ৬.৩.৩ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) ডুর্খাইমের পূর্বে আত্মহত্যার বিভিন্ন ব্যাখ্যা

(খ) ডুর্খাইম কর্তৃক আত্মহত্যার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা খণ্ডন

(গ) ডুর্খাইম কর্তৃক আত্মহত্যার বংশভিত্তিক ব্যাখ্যা খণ্ডন

৭) ৬.৩.৩ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) আত্মকেন্দ্রিক আত্মহ্যাতর সংজ্ঞা ও সাধারণ আলোচনা

(খ) ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ও প্রোটেস্টান খ্রীষ্টানদের তুলনা

(গ) পারিবারিক তারতম্য

(ঘ) আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ

৮) ৬.৩.৩. অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) পরার্থে আত্মহত্যার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

(খ) পরার্থে আত্মহত্যার উদাহরণ।

৯) ৬.৩.৩ অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) নৈরাজ্যমূলক আত্মহত্যার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

(খ) সামাজিক নীতির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হ্রাসের ফল

(গ) অর্থনৈতিক ও পারিবারিক নৈরাজ্য।

১০) ৬.৩.৩ অধ্যায়ের সর্বশেষ পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) আত্মহত্যা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সামাজিক ব্যাপার।

১১) ৬.৩.৪ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) পুরনো ধর্মগুলির সাথে নতুন বৈজ্ঞানিক চেতনার অসামঞ্জস্য।

১২) ৬.৩.৪ অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ দুটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) ম্যাক্স হ্বেবারের মতের খণ্ডন

(খ) ঈশ্বর উপাসনাও ধর্মের মূল কথা নয়

(গ) ধর্মের সারমর্ম-পবিত্র ও অপবিত্রতে সবকিছুর বিভাগ

(ঘ) ডুর্খাইম প্রদত্ত ধর্মের সংজ্ঞা

১৩) ৬.৩.৪ অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ দুটি দেখুন। আপনার উত্তেরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) টোটেমের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

(খ) টোটেমের সত্যকার তাৎপর্য

১৪) ৬.৩.৪ অধ্যায়ের অষ্টম পরিচ্ছেদ দুটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) সমাজ কর্তৃক প্রয়োজনানুসারে ধর্ম ও দেবতার সৃষ্টি

(খ) ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানাদির সময়ে উল্লাস ও উত্তেজনা এবং তার প্রকৃত তাৎপর্য।

১৫) ৬.৩.৪ অধ্যায়ের সর্বশেষ পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) ধর্ম সমাজের অপ্রত্যক্ষ উপাসনা এবং সমাজের ঐক্যবৃদ্ধিকারক

(খ) ধার্মিকরা সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য

(গ) কিন্তু বর্তমানে শুধু সমাজের প্রতি ব্যক্তির শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বাঞ্ছনীয়।

১৬) ৬.৩.১ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদটি দেখুন। আপনার উত্তর নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) সামাজিক ঘটনাগুলি নিজস্ব ধরনের বাস্তবতা। এগুলির বিশেষ কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য আছে।

(খ) সামাজিক ঘটনাকে একমাত্র সামাজিক কারণ দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়।

(গ) সামাজিক ঘটনাবলীকে বস্তু হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, বিভিন্ন সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিষয়ীগত ধারণা দূর করতে হবে। এটাই সামাজিক বস্তুসত্য।

১৭) ৬.৩.১ অধ্যায়ের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ দেখুন। আপনার উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থাকা আবশ্যক—

(ক) সামাজিক বস্তুসত্য ব্যক্তি-চেতনার বহির্গত

(খ) সামাজিক বস্তুসত্য ব্যক্তির আচরণের উপর বাধ্যবাধকতা বিস্তারে সক্ষম।

৬.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১) Raymond Aron : *Main Currents in Sociological Thought [Vol.III]* (1965)

২) Lewis A. Coser : *Masters of Sociological Thought* (1996)

৩) Timothy Raison (ed.) : *The Founding Fathers of Social Science* (1929)

৪) Francis Abraham & John Henry Morgan : *Sociological Thought* (1985)